

ব্রহ্ম-দর্শন।

হা. হিন্দুধর্ম প্রচারিণী সভার
চতুর্দশ সার্বজনিক উপলক্ষে
উপহার।

হিন্দুধর্ম প্রচারিণী সভা হইতে প্রকাশিত
এবং
বিনামূল্যে বিতরিত।

হিন্দুধর্ম প্রেস,
নং আহীরাটোলা স্ট্রীট,—কলিকাতা।
ঐরাবতীয়ারণ প্রাইন্টিং প্রেসে মুদ্রিত।

সন ১৩০৭ সাল।

ব্রহ্ম-দর্শন

একান্তে সুখমাস্ততাং পরতরে চেতঃ সমাধীয়তাম্ ।

পূর্ণাত্মা সুসমীক্ষতাং জগদিদং তদ্ব্যাপিতং দৃশ্যতাম্ ॥

ভগবান শঙ্করস্বামী বিরচিত সাধন পঞ্চক ।

একাকী নির্জনে বসিয়া স্বরাংপর পরব্রহ্মে চিত্তসমাধান করিবে । নিজ
অস্থির মধ্যে পূর্ণাত্মা পরব্রহ্মকে দেখিবে এবং সমস্ত জগৎ পরব্রহ্ম কর্তৃক
পরিব্যাপ্ত দর্শন করিবে ।

ভিত্তিতে হৃদয়গ্রন্থি শিছ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ ।

ক্ষীয়ন্তে চাস্ম্য কৰ্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥

মুণ্ডকোপনিষদ্ ২।২।৮ শ্রুতি ।

সেই পরাবর পরমেশ্বরকে দেখিলে মানবের হৃদয়-গ্রন্থির (জড় ও
চৈতনের বন্ধন-গ্রন্থির) ছেদ হয়, সকল প্রকার সন্দেহ বিদূরিত হয় এবং কৰ্ম্ম
সকলের ক্ষয় হয় ।

শ্রীমদ্ভাগবতে এই শ্রুতিবচনের শেষ চরণটির এইরূপ পাঠভেদ দেখা
যায় । যথা, “দৃষ্টেবমায়নীশ্বরে ।”

যস্তু সৰ্ব্বাণি ভূতাত্মাত্মন্যেবানুপশ্যতি ।

সৰ্ব্বভূতেষু চাত্মানন্ততোন বিজুগুপ্সতে ॥ *

ঈশোপনিষদ ৬ শ্রুতি ।

* সৰ্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেত্তগবস্তাবমায়নঃ ।

ভূতানি ভগবত্মাত্মন্যেব ভাগবতোক্তনঃ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত ১।২।৪৩ ।

যিনি পরমাত্মার মধ্যে সর্বভূতের অবস্থিতি দর্শন করেন, এবং পর-
ব্রহ্মকে সর্বভূতে বিরাজিত দেখেন, তিনি কোন ভূতকে ঘৃণা করেন না।

ন স্ত্রী পুমান্নাপি নপুংসকঞ্চ ন সৎ ন চাসৎ সদসচ্চতন্ম ।
পশ্যন্তি যদ্ ব্রহ্মবিদো মনুষ্যান্তদক্ষরং ন ক্ষরতীতি বিদ্ধি ॥
মহাভারত মোক্ষধর্মপর্বাধ্যায় ।

এই অক্ষর পরব্রহ্ম স্ত্রীও নহেন, পুরুষও নহেন, নপুংসকও নহেন, তিনি
কোনরূপ স্থূলবস্তুও নহেন এবং মিথ্যাবস্তুও নহেন। তিনি কার্য্যাকারণ শৃঙ্খ-
লার অতীত, ব্রহ্মবিদ মনুষ্যেরা তাঁহাকে দর্শন করেন।

বিভূ পরমাত্মা সর্বভূতে বিরাজিত রহিয়াছেন, এবং সর্বভূত বিভূ পর-
মাত্মাতে অবস্থিত রহিয়াছে, এইরূপ যিনি দর্শন করেন, তিনিই উত্তম ভাগবত।

সর্বভূতেষু চাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি ।
সমং পশ্যন্নাত্মযাজী স্বারাজ্যমধিগচ্ছতি ॥

মহু-সংহিতা ১২।৯১ ।

পরমাত্মা সকল ভূতেতে রহিয়াছেন এবং পরমাত্মাতে সকল ভূত অর্ব-
স্থিতি করিতেছে, এইরূপ সমদৃষ্টি দ্বারা আত্মযাজী ব্যক্তি স্বারাজ্য অর্থাৎ মোক্ষ
লাভ করেন।

সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি ।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৬।২৯ ।

যিনি যোগযুক্ত চিত্ত হইয়া সর্বত্র ব্রহ্মদর্শনরূপ সমদৃষ্টি লাভ করিয়াছেন,
তিনি পরমাত্মাকে সর্বভূতে বিরাজিত দেখিতে পান এবং পরমাত্মার মধ্যে
সর্বভূতের অবস্থিতি দর্শন করেন।

সর্বং ব্রহ্মণি সর্বত্র ব্রহ্মৈব পরিপশ্যতি ।

স্তোত্রঃ স এব সংকোলো জীবমুক্তো ন সংশয়ঃ ॥

মহানির্ঝাণতন্ত্র ১০।২১২ ।

যিনি ব্রহ্মেতে সকল বস্তুর অবস্থিতি এবং সর্ববস্তুতে ব্রহ্মের বিরাজ-
মানতা দেখিতে পান, তাঁহাকেই উৎকৃষ্ট কুলাচারী এবং জীবমুক্ত
বলিয়া জানিবে।

যত্তদদেশ্য মগ্রাহ মগোত্রমবর্ণমচক্ষুঃশ্রোত্রং
তদপাণিপাদং নিত্যং বিভূং সৰ্বগতং সুসূক্ষং
তদব্যয়ং যদুতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ ।

মুক্তকোপনিষৎ ১।১।৬ ।

যিনি অদৃশ্য, যিনি কস্মেন্দ্রিয়ের অবিষয়, যিনি অনবয়, যাহার বর্ণ নাই, যাহার চক্ষুর্কর্ণ হস্তপদ কিছুই নাই, অথচ যিনি নিত্য, যিনি সকলের প্রভু, যিনি সৰ্বগত, অতি সূক্ষ্ম, যিনি অব্যয় এবং সৰ্বভূতের কারণ, ধীর ব্যক্তিরা তাঁহাকে দর্শন করেন ৷

সৰ্ব বিজ্ঞান সম্পন্নঃ সৰ্বশাস্ত্রার্থ তত্ত্ববিৎ ।

অপশ্যৎ স চ মৈত্রেয় ! আত্মানং প্রকৃতেঃ পরম ॥

বিষ্ণুপুরাণ ২।১৩।৩৭ ।

হে মৈত্রেয় ! সৰ্ববিজ্ঞানসম্পন্ন সৰ্বশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞ সেই ব্রাহ্মণ (জড়ভরত) প্রকৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ পরমাত্মাকে দর্শন করিতে লাগিলেন ।

তদ্বিক্ষেপঃ পরমং পদম্ সদা পশ্যন্তি

সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্ ।

ঋগ্বেদ ।

চক্ষু যেমন আকাশে বিস্তৃত পদার্থকে দর্শন করে, তেমনি পণ্ডিতগণ সৰ্বদা সেই বিষ্ণুর পরম পদকে (অর্থাৎ সৰ্বব্যাপী পরব্রহ্মকে) দর্শন করিয়া থাকেন ।

বিষ্ণুপুরাণে “তদ্বিক্ষেপঃ পরমং পদম্” শব্দের এইরূপ বর্ণনা দেখা যায় ; যথা,—

বিশুদ্ধং বোধনং নিত্যমজমক্ষয়মব্যয়ম্ ।

অব্যক্তমবিকারং যৎ তদ্বিক্ষেপে পরমং পদম্ ॥

বিষ্ণুপুরাণ, ১ম অংশ, ৯ম অধ্যায় ।

যাহা শুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ, যাহা নিত্য, যাহার জন্ম নাই, ক্ষয় নাই, অপ-

চয় নাই, বাহা অব্যক্ত, বাহার কোনরূপ ভাবান্তর বা অবস্থান্তর নাই, তাহাই এই “তদ্বিকো পরমং পদম্” পদের বাচ্য । *

নিত্যোহনিত্যানাঞ্চেতনশ্চেতনানামেকো বহুনাং
যো বিদধাতি কামান্ । তমাত্মস্থং যেহনুপশ্যন্তি
ধীরা স্তেষাং শান্তিঃ শাস্ত্বতী নেতরেবাং ॥

কঠোপনিষদ, পঞ্চমী বল্লী ।

যিনি অনিত্য বস্তু সকলের মধ্যে একমাত্র নিত্য, যিনি চেতনবান্দিগের চেতন, যিনি একাকী সমস্ত প্রাণীর কাম্যবস্তু সকলের বিধান করেন, তাঁহাকে যে সকল ধীর ব্যক্তি আত্মস্থরূপে সাক্ষাৎ দর্শন করেন, তাঁহাদেরই নিত্য শান্তিলাভ হয়, অন্তের তাহা হয় না ।

আত্মাবারে দ্ৰষ্টব্যঃ শ্রোতব্য মন্তব্য নিদিধ্যাসিতব্য ।

বৃহদারণ্যক উপনিষদ ।

যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, হে মৈত্রেয়ি ! পরমাাত্রারূপী পরব্রহ্মকে দর্শন করিবে, শাস্ত্রমুখে বা আচার্য্য মুখে এই পরমাাত্রা বিষয়ক উপদেশ সকল শ্রবণ করিবে, মনে মনে বিচারপরায়ণ হইয়া তাঁহার বিষয় মনন অর্থাৎ চিন্তা করিবে, এবং পরমাাত্রাতে নিদিধ্যাসন (অর্থাৎ ধ্যান করিতে ইচ্ছা) করিবে ।

এই ঋতিবাক্যে যে আত্মার দর্শনাদির কথা বলা হইয়াছে, উহা জীবা-
ত্মাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হয় নাই ; পরমাাত্রা পরব্রহ্মের দর্শনাদির কথাই
বলা হইয়াছে । বেদান্তদর্শনের অধিকরণ মালায় ইহার এইরূপ মীমাংসা লিখিত
আছে ; যথা,—

* ‘এ সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণে আরও নিম্নলিখিতরূপ বর্ণনা সকল দেখিতে পাওয়া যায় ; যথা,—

ন স্থলং ন চ সূক্ষ্মং যৎ ন বিশেষণ গোচরম্ ।

তৎ পদং পরমং বিষ্ণো প্রণমাম সদামলম্ ॥ ইত্যাদি ।

যাহা স্থল নয়, যাহা সূক্ষ্ম নয়, যাহা কোন বিশেষণগোচর নয়, সেই
সদা নির্মল বিষ্ণুর পরম পদকে প্রণাম করি ।

আত্মা দ্রষ্টব্য ইত্যুক্তঃ সংসারী বা পরেশ্বরঃ ।

সংসারী পতিজায়াদি ভোগপ্রীত্যাশ্চ সূচনাৎ ॥

অমৃতত্বমুপক্রম্য তদন্তেষুপ্যপসংকৃতং ।

সংসারিণমমৃতত্বাতঃ পরেশত্বং বিধীয়তে ॥

বেদান্ত, অধি, মালা । ১ম অধ্যায় ৪র্থপাদ ৬ অধিকরণ ।

বৃহদারণ্যক উপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ে মৈত্রেয়ীর প্রতি যাজ্ঞবল্ক্যের উপদেশে কথিত হইয়াছে যে, হে মৈত্রেয়ি! আত্মাকে দর্শন করিবে এবং আত্মার দর্শন লাভের জন্য আত্মার শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন করিবে। এক্ষণে কথা হইতেছে এই যে, এই আত্মা কি জীবাত্মা অথবা পরমাত্মা? এই সন্দেহে প্রথমতঃ পূর্বপক্ষ কহিতেছেন যে, আত্মার দর্শন শ্রবণ মননাদির কথা মহা উক্ত হইয়াছে, তাহা জীবাত্মারই কথা, কারণ তাহার পরে পতি ও জায়ার ভোগ প্রীতি প্রভৃতির কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। শেষে উত্তরপক্ষ বা মীমাংসা করিতেছেন এই যে, ইহা জীবাত্মা বিষয়ক কথা নহে, ইহা পরমাত্মা বিষয়ক কথা। ইহার সূচনায় এবং শেষে অমৃতত্ব প্রাপ্তির সাধন ব্রহ্মজ্ঞান বর্ণিত থাকায় আত্মা শব্দে এখানে পরব্রহ্মকেই প্রতিপন্ন করা হইয়াছে।

সহকার্য্যন্তুর বিধিঃ পক্ষ্ণেণ তৃতীয়ং

তদ্বতো বিধ্যাদিবৎ ।

শারীরক সূত্র ৩।৪।৪৭ ।

যাহারা পরমেশ্বরকে দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগের সম্বন্ধে বিধি এই যে, তৎ সহকারী বিষয় তিনটি অগ্রে সাধন করিবেন। ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের পূর্বে শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন, এই তিনটির অনুষ্ঠান বিশেষ প্রয়োজনীয়, স্মরণ্য ইহাই বিধি।

শ্রুত্বা মত্বা তথা ধ্যাত্বা তদজ্ঞান বিপর্য্যয়ো ।

সংশয়ঞ্চ পরাগুণ্য লভতে ব্রহ্মদর্শনম্ ॥

মধ্বস্বামীধৃত ব্রহ্মতর্কের বচন ।

শ্রবণ মনন ও ধ্যান দ্বারা অজ্ঞান, বিপর্যয় ও সংশয় নিরাস হইলে
মহুয্য ব্রহ্মদর্শন লাভ করে।

শ্রবণং মননঞ্চৈব ধ্যানং ভক্তি স্তথৈবচ ।

সাধনং জ্ঞান সম্পত্তৌ প্রধানং নাশ্চদিশ্যতে ॥

নচৈতানি বিনা কশ্চিচ্ছ জ্ঞানমাপ কুতশ্চন ॥

শ্রবণ মনন ও ধ্যান অভ্যাস এবং যথোপযুক্তরূপ ভক্তি, এই কয়েকটা
জ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞানরূপ সম্পত্তি লাভের পক্ষে প্রধান সাধন।
এই শ্রবণ মননাদি সাধন ব্যতিরেকে কেহ কখনও (ঈশ্বর বিষয়ক)
জ্ঞান লাভে সমর্থ হন না।

শৃণুয়াদ্ যাবদজ্ঞানং মতির্যাবদযুক্ততা ।

ধ্যানঞ্চ যাবদীক্ষা স্তান্নেক্ষা কচন বাধ্যতে ॥

দৃষ্টতত্ত্বস্য চ ধ্যানং যদা দৃষ্টি ন বিদ্রুতে ।

ভক্তিচ্চানন্তকালীনা পরমে ব্রহ্মগিস্কুটী ।

আবিমুক্তের্ব্বিধিনিত্যং স্বতঃ এব ততঃ পরম্ ॥

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ ।

যে পর্য্যন্ত অজ্ঞান থাকে, সেই পর্য্যন্ত জ্ঞান প্রাপ্তির জন্ত ব্রহ্ম বিষয়ক
উপদেশ বাক্য সকল শ্রবণ করিবে; পরে যে পর্য্যন্ত ধ্যান যোগ লাভ
না হয়, সেই পর্য্যন্ত মনন করিবে; তদনন্তর যে পর্য্যন্ত ব্রহ্ম দর্শন না ঘটে,
সেই পর্য্যন্ত ধ্যান * অভ্যাস করিবে; ব্রহ্ম দর্শন লাভ হইলে, তাহাকে
ছাড়িয়া আর কোন নূতন কার্য্য করিতে হইবেক না।† ব্রহ্মদর্শন লাভ

* নৈরন্তর্য্যং মনোরুত্তির্ধ্যানমিত্যুচ্যতে বৃধৈঃ ।

নারায়ণ তন্ত্র ।

পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন যে, নিরন্তর ঈশ্বরেতে যে মনোরুত্তি তাহারই
নাম ধ্যান ।

† শ্রবণ যেক্রপ মননের দ্বারা বাধিত হয়, মনন যেক্রপ ধ্যানের দ্বারা
বাধিত হয়, ধ্যান যেক্রপ দর্শনের দ্বারা বাধিত হয়, ব্রহ্মদর্শন যেক্রপ
কোন কিছুই দ্বারা আর বাধিত হয় না।

হইবার পরে যদি কোন সময় পুনর্বার ব্রহ্মদর্শনে বঞ্চিত হও, তবে পুনঃ দর্শনলাভ না হওয়া পর্য্যন্ত দৃষ্টতত্ত্বের ধ্যান করিবে। এইরূপে অনন্তকাল পরমব্রহ্মকে ভক্তি করিবে। মুক্তি প্রাপ্তি পর্য্যন্ত ভক্তি করিবে, মুক্তি-লাভের পরও তাঁহাকে ভক্তি করিবে। ‡

পদ্ম পুরাণান্তর্গত শিবগীতায় শিব রাঘব সম্বাদে এইরূপ লিখিত আছে যে, ভগবান রামচন্দ্র, ভগবান শিবকে এক সময় এইরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন যে, 'হে হর ! যদি আমার প্রতি আপনার অনুগ্রহ থাকে, তাহা হইলে ভগবৎ সম্বন্ধীয় নির্মল জ্ঞান মানবের কিরূপে লাভ হইতে পারে, তাহার উপায় বলুন, যথা :—

কথং ভগবতো জ্ঞানং শুদ্ধং মর্তস্য জায়তে ।

তত্রোপায়ং হর ! ক্রহি ময়িতেহনুগ্রহো যদি ॥ ১৩।১৭ ।

ভগবান শিব কহিলেন ;—

বিরজ্য সর্বভূতেভ্য আবিরিঞ্চি পদাদপি ।

য়ুগাং বিতত্য সর্বত্র পুত্র মিত্রাদিকেষপি ॥

শ্রদ্ধালু মোক্ষশাস্ত্রেষু বেদান্ত জ্ঞানলিপ্সয়া ।

উপায়নকরো ভূত্বা গুরুং ব্রহ্মবিদং ব্রজেৎ ॥

‡ সর্ব দৈনমুপাসীত যাবদ্বিমুক্তিঃ

মুক্তা অপি ছেনমুপাসত ।

সৌপর্ণ শ্রুতি ।

যে পর্য্যন্ত মুক্তি লাভ না হয়, মুমুক্শু ব্যক্তিগণ সেই পর্য্যন্ত সর্বদা এই পরব্রহ্মের উপাসনা করিবেন। মুক্তি লাভ হইলেও মুক্ত পুরুষগণ ইহার উপাসনা করিবেন ।

স্বরূপোপাসনকৈব ধ্যানাত্মকমিতি দ্বিধা ।

স্বরূপং সর্বদা যোগ্যং ধ্যানোপাসনমাসনে ॥

নারায়ণ তন্ত্র ।

উপাসনা স্মরণাত্মক ও ধ্যানাত্মক ভেদে দুই প্রকার। স্মরণাত্মক উপাসনা সকল সময়েই সম্ভবে; ধ্যানাত্মক উপাসনা আসীন হইয়া করিতে হয় ।

সেবাভিঃ পরিতোষ্যৈনং চিরকালং সমাহিতঃ ।

সর্ব বেদান্ত বাক্যার্থং শৃণুয়াৎ সুসমাহিতঃ ॥

সর্ব বেদান্ত বাক্যানামপি তাৎপর্য্য নিশ্চয়ম্ ।

শ্রবণং নাম তৎ প্রাপ্তঃ সর্বৈ তে ব্রহ্মবাদিনঃ ॥

লোহমণ্যাদি দৃষ্টান্তৈস্তু যুক্তিভি র্যদ্বিচিস্তনম্ ।

তদেব মননং প্রাপ্তঃ বাক্যার্থস্থোপবৃত্তং ॥

নিৰ্মমো নিরহঙ্কারঃ সমঃ সঙ্গ বিবৰ্জিতঃ ।

সদা শাস্ত্যাদিযুক্তঃ সন্নাত্মাত্মানমীক্ষতে ॥

যৎ সদা ধ্যান যোগেন তন্নিদিধ্যাসনং স্মৃতম্ ॥

সর্বকর্মক্ষয় বশাৎ সাক্ষাৎকারোহপি চাত্মনঃ ।

কস্মচ্চিজ্জায়তে শীত্রং চিরকালেন কস্মচিৎ ॥

ভগবান শিব কহিলেন, ভগবৎ সঙ্কল্পীয় নিম্নলি জ্ঞানেচ্ছ মনুষ্য ব্রহ্ম-
লোক পর্য্যন্ত যাবতীয় অনিত্য স্রুথের প্রতি বীতরাগ হইয়া এবং পুত্র
মিত্রাদি যাবতীয় সাংসারিক অনিত্য সম্বন্ধের প্রতি আস্থা বিহীন হইয়া
মোক্ষ প্রতিপাদক শাস্ত্র সকলের প্রতি শ্রদ্ধাবান হওতঃ বেদান্ত নিম্নলি
জ্ঞান লাভেচ্ছায় উপায়ন হস্তে ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর নিকটে গমন করিবেন।
অপ্রমত্ত চিত্তে দীর্ঘকালব্যাপী সেবা কার্য্যাদি দ্বারা সেই ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর
প্রসন্নতা লাভ করিয়া তাঁহার নিকট স্থির চিত্তে সমস্ত বেদান্ত শাস্ত্রের
তাৎপর্য্য শ্রবণ করিবেন। এইরূপে সমগ্র বেদান্ত বাক্যের তাৎপর্য্য
অবধারণ করাকেই সমস্ত ব্রহ্মবাদী মহাত্মাগণ শ্রবণ নামক সাধন বলিয়া
থাকেন। তৎপরে যুক্তি সহকারে লোহমণ্যাদি শাস্ত্র প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত সকলের
সাহায্যে সেই শ্রুত বিষয়ের যে চিন্তা করা হয়, তাহাকেই মনন নামক
সাধন রূপে তাঁহারা কহিয়া থাকেন। তদনন্তর নির্মম নিরহঙ্কার সর্ব-
ভূতে সমভাবাপন্ন, সঙ্গরহিত এবং সর্বদা শাস্ত্যাদিগুণযুক্ত হইয়া ধ্যানযোগে
আত্মাতে পরমাত্মার দর্শনলাভের জন্ত চেষ্টা করার নাম নিদিধ্যাসন।
এইরূপ চেষ্টাকারী ব্যক্তিগণের মধ্যে যাহার জ্ঞান প্রতিবন্ধক কর্ম সকলের

সহসা কয় হয়, তিনি শীঘ্রই ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভ করেন; আর
যাঁহার জ্ঞান ঐতিবিকক কৰ্মসকলের কয় হইতে বিলম্ব হয়, তাঁহার
ব্রহ্মদর্শন লাভে বিলম্ব ঘটিয়া থাকে।

পরমাত্মা পরব্রহ্মকে স্থূলচক্ষে কেহ কখনও দেখিতে পায় না। মানুষ
যত চেষ্টাই করুক, যেৰূপ সাধনই করুক, তাঁহাকে কোন ইন্দ্রিয়ের গোচরে
কখনও আনিতে পারে না *। সাধকগণ তাঁহাকে জ্ঞানেন্দ্ৰে দর্শন করিয়া
থাকেন। এই জ্ঞানচক্ষু লাভ করা এক দিকে যেমন সাধন সাপেক্ষ,
অন্যদিকে তেমনই ভগবানের কৃপা সাপেক্ষ। সরলভাবে একাগ্রচিত্তে
ব্যাকুলতার সহিত যে সাধক তাঁহাকে দেখিতে যত্নশীল হন, তিনি নিশ্চয়ই
তাঁহার দর্শন লাভ করিয়া আপনার জীবনকে ধন্য বোধ করেন।

তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরা আনন্দরূপ মমৃতং যদ্বিভাতি ॥

মুণ্ডকোপনিষৎ। ২।২।৭

যিনি আনন্দরূপে অমৃতরূপে প্রকাশ পাইতেছেন, ধীর ব্যক্তিরা তাঁহাকে
জ্ঞান দ্বারা (অর্থাৎ জ্ঞান চক্ষে) দর্শন করেন।

* ন তমারাধয়িত্বাপি কশ্চিদ্ ব্যস্তী করিষ্যতি।

নিত্যোহব্যক্তো যতো দেবঃ পরমাত্মা সনাতন ॥

পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শনে ৩২।২৪ সূত্রের ভাষ্যে মধ্বস্বামী দ্বিত পুরাণ বচন।

আরাধনা করিয়া কেহ কখনও পরমাত্মা পরব্রহ্মকে রূপ বিশিষ্ট করিতে
পারে না, কারণ তিনি নিত্য অব্যক্ত।

অব্যক্ত ব্যক্ত ভাবো চ ন কচিৎ পরমেশ্বরে।

সৰ্বজ্ঞব্যক্ত রূপোহয়ং যত এব জনাৰ্দ্দিন।

ঐ ৩২।২৫ সূত্রের ভাষ্যে মধ্বস্বামীদ্বিতকৌশলবচন।

অব্যক্ত এবং ব্যক্ত দুই প্রকার ভাব পরমেশ্বরে নাই। তিনি সৰ্বজ্ঞ
অব্যক্তরূপী অর্থাৎ রূপ বিহীন।

এষ সর্বেষু ভূতেষু গুঢ়াত্মা ন প্রকাশতে ।†
দৃশ্যতে ত্বএয়া বুধ্যা স্মরয়া স্মদানিভিঃ ॥

কঠোপনিষৎ ৩।১২ ।

এই পরমাআ সর্বভূতে গুঢ়রূপে অবস্থিতি করিতেছেন, ইনি রূপবিশিষ্ট হইয়া কখনও প্রকাশ পান না; স্মদানী ব্যক্তির। একাগ্রচিত্ত হইয়া স্মদবুদ্ধি দ্বারা ইহাকে দর্শন করেন ।

সর্বগং সচ্চিদাত্মানং জ্ঞানচক্ষু নির্বীক্ষতে ।
অজ্ঞান চক্ষুর্নেক্ষেত ভাস্বতং ভানুমন্ধবৎ ॥

আত্মবোধ । ৬৪ ।

সর্বগত সদাকালস্থায়ী চৈতন্যরূপী পরমাআকে জ্ঞানচক্ষু বিশিষ্ট লোকেরা দর্শন করিয়া থাকেন, কিন্তু যাহারা জ্ঞানচক্ষু প্রাপ্ত হন নাই, তাঁহারা অন্ধের ন্যায় কিরণ দেখিতে না পাওয়ার ন্যায় এই পরমাআকে দেখিতে পান না ।

ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা
নানৈর্যদৈবৈ স্তপসা কর্মণাবা ।
জ্ঞান প্রসাদেন বিশুদ্ধ সত্ত্ব
স্ততস্ত তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ ॥

মুক্তকোপনিষৎ ৩।১৮ ।

নাপি দ্বারা, নকি বাক্যদ্বারা, কি অপরাপর দুইজন্ম দ্বারা, কি তপস্যা বা বজ্রাদি কর্মদ্বারা তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না । কেবল বিশুদ্ধসত্ত্ব ব্যক্তির। জ্ঞান প্রসাদে ধ্যান করতঃ সেই নিষ্কল অর্থাৎ নিরবয়ব পুরুষকে দেখিতে পান ।

† এষ সর্বেষু ভূতেষু ভিষ্ঠত্যরিবলঃ সদা । (পাঠভেদ) । শিবসংহিতা ৭মঅধ্যায় ।

ভীতঃ পান্ন ইবাহিত্যঃ পুরুষেভ্যেইব হিঃ ।

দূরে ভীততি চিহ্নাত্মিন্দ্রিয়েভ্যোহনাময়ং ॥

যোগবাশিষ্ট, উপশম প্রকরণ ।

পথে চলিতে চলিতে পথিক পথমধ্যে সর্প দেখিলে বেরূপ ভীত হইয়া দূরে সরিয়া যায়, চণ্ডালের সারিধা হইতে ব্রাহ্মণ যে প্রকার দূরে অবস্থিতি করেন, নির্বিকার চৈতন্য স্বরূপ পবত্রক সেইরূপ আমাদের চক্ষু কণাদি ইন্দ্রিয়গণ হইতে দূরে অবস্থিতি করেন। অর্থাৎ তিনি কখনও কোন ব্যক্তির কোন ইন্দ্রিয়ের গোচর হন না।

মূর্গৈর্মুগাণাং গ্রহণং পক্ষিণাং পক্ষিভির্যথা ।

গজানাঞ্চ গজৈরৈবং জেয়ং জ্ঞানেন গৃহ্যতে ॥

মহাভারত, মোক্ষধর্মপর্বাধ্যায় ৩০।১২

বেরূপ মৃগ দ্বারা মৃগ, পক্ষী দ্বারা পক্ষী এবং গজ দ্বারা গজ হৃত হইয়া থাকে, সেইরূপ জেয়পদার্থ পরমেশ্বর কেবল জ্ঞান দ্বারাই গৃহীত হইয়া থাকেন । *

* শ্রীকৃষ্ণও অর্জুনকে বিধরূপ দেখাইবার পূর্বে বলিয়াছিলেন যে তুমি হুঁহা চর্মচক্রে দেখিতে পাইবে না, জ্ঞানাত্মক অলৌকিক চক্ষু অর্থাৎ জ্ঞানচক্ষু তোমাকে দিতেছি, তাহা দ্বারা দর্শন কর; যথা,—

ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমেনৈব স চক্ষুঃ ।

দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমেশ্বরম্ ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ১১।৮ ।

ভগবান শিবও রামচন্দ্রকে অবিকল এইরূপ কথা বলিয়াছিলেন; যথা,—

অগ্নি সর্বং যথা রাম ভগদেতচ্চরাচরম্ ।

বর্ততে তদ্বদ্ব্যস্মি ন দ্রষ্টুং ক্ষমতে জ্ঞানম্ ॥

দিব্যং চক্ষুঃ প্রদাস্যামি তুভ্যং দশরথাত্মজ ।

তেন পশু ভয়ং ত্যক্তা মন্তেজোমণ্ডলাঃ প্রবং ॥

। ন চর্মচক্ষুঃ দ্রষ্টুং শক্যতে মামকং মহঃ ।

নরেশ বা সুরেশাপি তদ্বদ্ব্যস্মিগ্রহং বিনা ॥

দিব্যগীতা-৭।৯-১১ ।

সর্বশক্তিরনন্তাত্মা সর্বভাবান্তরহিতঃ ।

অদ্বিতীয়শিচিদিত্যন্তর্যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥

যোগবাশিষ্ঠ ।

সর্বশক্তিবৃত্ত এক অনন্ত আত্মা সর্ববস্তুর মধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন, এই অদ্বিতীয় চিৎস্বরূপ পরমেশ্বরকে যিনি অন্তঃকরু দ্বারা দর্শন করেন, তিনিই সত্য দর্শন করেন ।

পরিশিষ্ট ।

হড়া-হিন্দুধর্ম-প্রচারিণী-সভার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ।

বাঙ্গালা ১২৯৩ সালের অগ্রহায়ণ মাসের ১ম রবিবার হুগলী জেলার অন্তর্গত হড়া গ্রামে এই সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়া ভগবানের কৃপায় অল্পে অল্পে আপনার কার্য করিয়া আসিতেছে । অগ্রহায়ণ মাসের ১ম রবিবার এই সভার জন্ম হইয়াছিল, এ কারণ প্রত্যেক বৎসর অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম রবিবারে ইহার সাপ্তাহিক উৎসব-কার্য সমাধা হইয়া থাকে ।

সভার উদ্দেশ্য ।

হিন্দুধর্মের প্রকৃত ভাব বাহাতে হিন্দুসন্তানগণ অবগত হইতে পারেন, হিন্দুশাস্ত্রের প্রকৃত শিক্ষা বাহাতে হিন্দু সমাজে পুনঃপ্রচলিত হইবে, তাহার জন্য যথাসাধ্য বস্ত্র ও চেষ্টা করাই এই সভার উদ্দেশ্য; অর্থাৎ বাহারা নিরাকার সত্যস্বরূপ পরমাত্মতত্ত্বের উপাসনার সন্ধান হইবেন, তাহার বাহাতে নির্ভার সহিত সেই উপাসনার প্রবৃত্ত হইবে, আর বাহারা তাহাতে অসমর্থ হইবেন, তাহার প্রথমতঃ যদিও নিজ নিজ শক্তি এবং ধারণা অনুসারে কোন প্রকার স্থলভাবের উপাসনার প্রবৃত্ত হইবে, কিন্তু ভবিষ্যতে বাহাতে তাহার সে সেই স্থলভাবের উপাসনা হইতে ক্রমে মুক্ত হইয়া উপনীত হইতে পারেন, তাহার জন্য বস্ত্র সন্তব, বস্ত্র ও চেষ্টা করাই, এই সভার সর্বপ্রধান কার্য । মোট কথা, বাহাকে বেশমধ্যে জান তত্ত্ব এবং নির্ভা

জাব হুজি হব, তাহার লক্ষ বখাশায্য বই ও চেষ্টা করিবার লক্ষই এই সভার লক্ষ্য।

আমাদিগের এই হড়া-হিন্দুধর্ম-প্রচারিণী-সভার সহিত একযোগে কার্য করিবার অভিপ্রায় লইয়া যে সকল সভা স্থানে স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে দারহাট্টা এবং সেহাখালা সভার কার্য গত বৎসর আংশিক-ভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। টাঙ্গুরা নিবাসী বাবু প্রিয়নাথ করের বাটাতে বিগত বড়দিনের বন্ধের সময় এবং সরা নওগাড়া নিবাসী বাবু হারাপচন্দ্র মিত্রের বাটাতে বিগত শুভক্লাইডের বন্ধের সময় বখারীতি মহোৎসব কার্য সম্পন্ন হইয়াছিল। বিগত আশ্বিন মাসে কোলাগর পূর্ণিমার দিবস বাহির-গড়া-সত্যধর্ম-প্রচারিণী-সভার উৎসবকার্যও বখারীতি সম্পন্ন হইয়াছে। অযোধ্যা (লক্ষীপুর) নিবাসী বাবু কুঞ্জবিহারী পান মহাশয়ের বাটাতে পূর্ব পূর্ব বৎসরের স্তার উৎসবকার্য সম্পন্ন হইয়াছে। এই সকল সভা ও উৎসবের অনুরূপতা এবং উদ্যোগ কর্তাদিগকে এই সভা লক্ষ্যের সহিত যত্নবান্ জ্ঞাপন করিতেছে।

এই সভার সাহায্যার্থ দানপ্রাপ্তি স্বীকার।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার বোব	হড়া	৭৫.
ক, খ, গ,	"	৪৫.
শ্রীযুক্ত বাবু কুঞ্জবিহারী পান	অযোধ্যা	২.
" " নন্দলাল কর্ণকার	হড়া	১.
" " প্রিয়নাথ কর	টাঙ্গুরা	২.
" " বসন্তকুমার সরকার	হড়া	১.
" " রামবিহারী রায়	ময়াল	৩.
" " হারাপচন্দ্র মিত্র	নওগাড়া	২.



নির্ব্বাণ-পদাবলী ।

ভৈরব—একতালা ।

জয় জয় জয় অগনারাধ্য ত্রিভুবন মাঝে প্রথম পূজিত,
ভবানী-নন্দন গজেন্দ্র-বন্দন, গণপতি শুক গণেশ ।
লম্বোদর বিম্বহরণ, শঙ্কর-সুত এক বন্দন,
সিদ্ধিদাতা মুখিক-বাহন, অরুণ বরণ সুরেশ ।
সুরনর-মুনি সবে যাত্রা কালে, যেবা মুখে জয় সিদ্ধিদাতা বলে,
অমঙ্গল তার নাই কোন কালে, তব কৃপাবলে দিনেশ ।
প্রথমে তোমাতে কেহ না পূজিলে, অত পূজা তার যায় যে বিফলে
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, অমর সকলে না করে কৃপার লেশ ।
দীন রাম তব চরণ প্রান্তে, যাচে প্রভো তার এক লাগে একান্তে,
যেন নাথ তব চরণ কৃপাতে, পূরে যম অভিলାষ ।

উঠ উঠ মন হেরি একেমন অচেতনে কেন রহিলে
 পোহাল যামিনি হের দিনমণি, বিরাজিত উদয়াচলে ।
 চল ঘাট যথা, ত্রিপথ গারিনি, নাচিছে আনন্দে দিবস রজনী,
 অবগাহনেতে ধস্ত করি মানি পতিত-পাবনি সলিলে ।
 তুলিয়ে কুসুম চর্চিয়ে চন্দনে, দাগ মম মন অকপট মনে,
 ভুবনেশ্বরীর অস্তর চরণে, নহে দিন যায় বিফলে ;
 অবিরাম মুখে বল তারা নাম, পাইবেরে মন অনন্ত বিশ্রাম,
 হস্তারে সাগরে তারা নিস্তারিণী, জানিয়ে কি হৈতু ভুলিলে ।
 ইন্দ্রিয় সুখেতে দাগ জলাঞ্জলি, অঙ্গেতে দাগরে তারা নামাবলি,
 ভক্ত পদধূলি রাখ শিরে তুলি, ভাসিবে না কভু অকুলে :
 দীন রাম বলে মন এই বেলা, বাঁধরে যতনে তারা নামের ভেলা,
 (যদি) আছে তব কাজ, সর্বকালেতে সাজ এক বাক্য সবে বলে ।

নিশি দিন অর হর হর হর শঙ্কর শিব পিনাক ধারী,
 রুণ মালা চন্দ্র ভালে জ্বলিছে অনল ধ্বগ্ ধ্বগ্ ধ্বগ্ বাজিছে
 ডমরু ডিম্ ডিম্ ডিম্ মুক্তি রূপ অবতার ।
 জটা-জুট শিরে বিরাজিত, পতিত পাবনি গঙ্গা শোভিত,
 সুরনর মুনি বিরিকি বাঞ্ছিত, পতিত পাবন ভস্ম ভূষণ,
 ত্রিগুণ করিছে সন্ সন্ সন্ কোম্ কোম্ কোম্ ডাকে ফনীগণ,
 হরি হরি হরি হর হর হর ।
 কমল আসন, বুধ বাহন, অরুণম রূপে শোভে ত্রিভুবন,
 নহে সে সামান্য, ত্রিভুবন মাতা বামে শোভে হিম-গিরিবর কস্তা,
 ত্রিভুবন মাঝে ধস্ত ধস্ত বম্ বম্ বম্ হর হর হর ।
 গিরিজা-পতি বিবেশ্বর, বিবীনাথ ডমরু কর, হাড়মালা করে খড় খড়
 নীলকণ্ঠ ছুতনাথ, রক্ত-অচল-মুরতি ভৈরব ;
 ডাকিছে রাম কাতরে ভোমারে, জঠর হাতনা কেন বারে বারে,
 আশতোষ আশ এ ভব সাগরে, তার তার তার হর হর হর ।

তৈবব—একতালা ।

জয় জয় জয় কলানেশ্বর এ ঘোর কলির কলুষ হর,
 জগত-গুরু বিদ্যেশ্বর, সংসার সাগর ভারণ ।
 পার্শ্বতী প্রাণ পরম কারণ জয় জয় জয় লিঙ্গরূপী ত্রিলোচন,
 যোগীশ্বর জয় হরি হর বিহর হৃদয়ে অঙ্কুশ ।
 সকালে বিকালে কিবা সন্ধ্যাকালে, যেবা জপে সদ্ধা শিব শিব বলে,
 অশিব ঘটেনা তার কোন কালে, অকালে হয় না মরণ ।
 ত্রিপত্র মিশায় জাহ্নবী সলিলে, অগুরু চন্দন ধুতুরার ফুলে,
 পূজে ভক্তি ভাবে ও পদ কমলে, যতেক সাধকগণ ;
 অপার মহিমা কে বর্ণিতে পারে, দয়াময় তুমি এ বিশ্ব মাঝারে,
 আশুভোষ নামে তোষ যে ভক্তেরে তুমি হে শমন দমন ।
 ব্রহ্মা রূপে সৃষ্টি এ তিন ভুবন, বিষ্ণুরূপে কর সবার পালন,
 মহেশ্বর রূপ ধরিয়ে জীবের করহ সংসার সাধন ;
 দুর্জয় শমন হাত এড়াইতে, তুমি বিনা গতি নাই এ জগতে,
 যাচে রাম তব চরণ যুগেতে, (যেন) অস্তিমে ভুলনা কখন ।

তৈবব—একতালা ।

(তোমার) ভাবনা কি হয়না, জাননা শিরের বসিয়ে ছরস্ত শমন ।
 যেন অমর হয়েছ আনন্দে মেতেছ, ভুলেছ অঁঠর যাতনা কেমন ।
 প্রাণের প্রেরণী কেমনে তায় ভুবি, ভাবিছ যে বসি অঙ্কুশ ;
 তব দিন গনিবারে নিত্য শোভা করে প্রভাতে পূর্ব দিকে তপন ।
 আনিছে যতনে পুত্র কল্যাণে, সাদরে করিছ শিরে চূষন ;
 সে নহে যে চূষন, জাননারে মন, (তুমি) সোহাগে ডাকিছ জনম মরণ
 যাদের লইয়া পেতেছ সংসার, করিছ যাদের আপন আপন ;
 আত্মশেষ হ'লে মায়া কান্না তুলে, অন্য'সে তোমারে দিবে বিসর্জন ।
 ভাব বিপরীত ঐ নহে উচিত, এখনও বিহিত কর মম মন ;
 অনিত্য এ স্মৃতি দিয়ে জলাঞ্জলি, কর নিত্যধন অধেষণ ।
 কঠিন অন্তরে তাজ অনাদরে, তব অহুচরণ ;
 তা'রা হইলে অন্তর বিমল অন্তরে রহিবে যেজন সেই আপন ।

ଦୀନ ରାମ ବଳେ କି ହେବୁ ଭୁଲିଲେ ଅବୋଧ ଓକ ବଚନ ;
କର ହିଞ୍ଜିର ନିଘ୍ରାହ ଶାନ୍ଧୁ ନନେ ବ୍ରହ, କର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଆଳାପନ ।

୬

ତୈରବ—ଏକତାଳା ।

ଦୟାସର ହରି, ଜାନିନା ।

ଦ୍ଵିହୁବନେ ନାହି ତୀର ଭୁଲନା ।

ଓନରେ ଅବୋଧ ସନ, ଡକ୍ ହରିର ଚରଣ, ପରସ ଦୟାଳ ହରି, କହୁ ତୀରେ ଭୁଲନା

ନିର୍ଦ୍ଦଳ ମଲିଲେ ଶ୍ରୀତେ କରିରେ ଅବଗାହନ,

ଭକ୍ତିତାବେ ପୂଜ୍ଞ ସେହି ପଦ୍ମ ମଳାଶ ଲୋଚନ,

ସୁଧେ ବଳ ହରି ହରି ହରି ଭବେର କାଠାରି,

କାଠାରି ବିହୀନ ତରୀ କହୁ ପାରେ ସାର ନା ।

ହରିନାମ ଲହିଲେ ପରେ, ସମ-ଭୟ ଯାବେ ଦୂରେ,

କରିତେ ହବେନା ଆସ, ବାର ବାର ଆନାମୋନା ।

ତାଜିରେ ଛଳ ଶ୍ରମକ, ନାରୀ, ଶୁଭ, ବନ୍ଧୁଗଣ, ଅହୁକ୍ଷଣ ଅନ୍ତରେତେ ଡାବ ନୀରଦ ବର

ମୋଳକ-ବିହାରି ହରି ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ,

ସେହି ନିତ୍ୟ ଧନେ ରାମ ଅବିରତ ଡାବନା ।

୭

ତୈରବ—ଏକତାଳା ।

ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ଅଜରଞ୍ଜିତ ଅଚିତ୍ତ୍ୟ ଅଜ ଅହୁମ୍ୟ ଅଶୋକ ଅବ୍ୟକ୍ତ,

ଅନିଳ ଅନ୍ତର ଅମର ଅସର, ଅକାର ରୂପିନେ ନୟ: ନୟ: ନୟ: ।

ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵାଦି ଦିକ୍ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵାଳ ବରଣ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵାନାଦି ହଂସି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ,

ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵା ଡାହୁର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵ-କାରଣ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵା ରୂପିନେ ନୟ: ନୟ: ନୟ: ।

ମନସିଜ ମହାନ୍ତ; ମନୋହର, ମହେନ୍ଦ୍ର-ସୁନୀଲ-ମନ-ଅଗୋଚର,

ମନ-ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵ-ବାଳୀ ମହାକାଶ-ମଣି, ମକାର ରୂପିନେ ନୟ: ନୟ: ନୟ: ।

ନାରାୟଣ ଅନ୍ତେ ନିଓହେ ଚରଣ, ଦୀନ ରାମ ତବ ଅତି ଅତୀତନ,

ନାହି ଅନ୍ତ ବଳ ଶ୍ରୀକର ମହାଶେ, ନନ୍ଦି ତବ ପଦେ ହ'ଓନା ନିର୍ଦ୍ଦୟ ।

୮

ତୈରବ—ତିମା ତେତାଳା ।

ଅନନ୍ତ ମହିମା ମୋ ନା ଅନ୍ତ ତବ କେବା ପାର ।

ଭୁମି ଅହୁପାରେ ଉପାର କାନ୍ଧୀ ଯାରେ ରାଧି ଧାରେ ନେହି ପାର ।

ভক্তি ভাবে ভব পায়ে যে বা চায় তাই পায়,
 বামনে ইচ্ছিলে সেও চক্ষমা ধরিতে পায়,
 পায়ের আশ্রয় পেলে ইচ্ছা যে তুচ্ছ তার,
 তাই স্মর নর নবে চরণ পুজিতে চায় ।
 পাইলে তোমার পায় ভব ভয় দূরে যায়,
 পায়ের কুপায় পায় পারের সে সহপায়,
 পায়ের শরণ নিলে কুতান্তও ভয় পায়,
 (ভব) পায়ে ধরি দীন রামে রেখ গো মা রাজ্য পায় ।

৯

ভৈরব—একতালা ।

থাকিতে শক্তি শক্তি-রূপিনি ভুবনেশ্বরীর লগ্নে শরণ ।
 চরণে আশক্তি রাখ দিবা রাত্রি, নিবৃত্তি না যেন পায় কদাচন ।
 অকৃতি অধম দীন হীন তুমি কর যথা শক্তি শক্তিরে স্মরণ,
 যাহার কুপায় সূচিবে দ্বন্দ্বিতি আর না হেরিবে আগিয়া স্বপন ।
 কালীনাম মহাশক্তি হানি-নাশ, অবিভার শক্তি আজি মন মন,
 শক্তির প্রভাবে পরাভব হবে শমন শক্তি হেরিবে তখন !
 দীন রাম বলে আত্মশক্তি বলে বাকশক্তি তুমি পেয়েছ রে মন,
 কালী কালী ব'লে জীবমুক্ত হয়ে নির্ভয়ে ভুবন কর বিচরণ ।

১০

ভৈরব—একতালা ।

দীন দয়াময়ি তার বা এ দীনে, দীনের দিন যে আগত ।
 তুমি বিনা শিবে কে আছে এ ভবে দিবারে দুরন্ত কুতান্ত ।
 অজপা বিগত হয় গো জননি প্রাণবান্ধু কবে হইবে নির্গত,
 বাহা ইচ্ছা ভব কর মা আশিরে আমি গো পরশাগত ।
 সন্তান উপরে জ্ঞানিণো করন জননি না হন রাগত,
 তার বা না তার তোমারই শু তার ছেয় প্রাণ কঠাগত ।
 তুমি অন্তর্দ্বারী জিজ্ঞাবন যাবে কি আছে জননি ভব অবলিভ,
 তুমি ত জন মা কি আছে এ দীন রামের অন্তর গত ।

১১

! ভৈরব—একতাল।

কলির কলুব নাশিনি করালী (কালী) কাল ভয় বারিনি ।
 তার মা তনয়ে ত্রিভাপ হারিণি (তারা) তরা করি তারিনি ।
 বড়রিপু বড়বস্ত্র নিবারিণি (বোড়শী) বন্দুখ জননি,
 ভুবন পূজিতা (ভুবনেশ্বরী) ভবের ভয় নিবারিনি ।
 ভবের হৃদয় বাসিনি ভবানি (ভৈরবী) ভূভার হারিনি,
 ছিন্নকর মম ভবের বন্ধন (ছিন্নমস্তা) ছিন্নঘট নিবাসিনি ।
 ধূর্জটী ধ্যানেন্তে না পান ধরিতে (ধূমাবতী) জ্বর চরণ স্থানি,
 বিরিকি বাসব বন্দিত ভূমি মা (বগলা) বিখের জননী ।
 মনরূপ মস্ত মাতঙ্গ মর্দ্দিনি (মাতঙ্গী) মহেশ ভামিনি,
 কাতরে করিতে করুণা (কঞ্চলা) বিমল রূপ ধারিনি ।
 দীনরাম অতি নরাধম শুন গো অধম তারিণি,
 নাশ গো অবিক্তা (দশমহাবিক্তা) সুখদা মোক্ষদারিনি ।

১২

ভৈরব—একতাল।

মা মা রবে মন স্মৃথে মন ত্রিতন্ত্রী বাজাওরে,
 মায়ের রচিত স্মৃধুর বীণা বাজারে মা নাম গাওরে ।
 স্মরিয়ে ধূর্জটী মজ্জ হতে উঠি, মধ্য গ্রামে যাও মনরে,
 ক্রমে তারা পুত্রে উঠে তার স্বরে, তারা তারা ধ্বনি কররে ;
 মিলায়ে অকার উকার মকার, মা নামের আগে দিবে অলঙ্কার,
 বাজাও নাথের বীণা স্বর স্বর, ভুবন কম্পিত কররে ;
 স্মরণার্থে আছে মিত্রিতা বোগিবী, মতদুখে সেই শিব সোহাগিনী,
 (তব) বীণার কঙ্করে স্মৃণ্ডা দেবীরে, জাগারে প্রসন্ন কররে ।
 গঙ্গা যমুনা নরপত্নী ঘেরি, বার্কি ত্রিকোণী তন্ত্রী সারি সারি,
 বাজিছে নিরন্ত মা মা করি, (তব) বীণার ভিতরে শুন রে :
 দীন রাম বলে দন-ক'নোনাংক হেলা, বাজাও নাথের বীণা এই বে
 অজপা ফুরালে বীণা কেলে যাবে আনন্দে আনন্দ নগরে ।

হরি হরি হরি ক'রে যুগে যরি, কারে হরি আমি ভাবি অমূল্য ।
 হরি হরি ক'রে মজিরে লোভেতে হরিতে হয়েছে মন ।
 দীন হীন আমি নাহি যে সম্বল তাই সদা হরি হরি ক'রে মন,
 হরিয়ে রাধিব হরির সে নাম হরিব ত্রিকাল সুখে অমূল্য ।
 হরির উদয়ে আলোকিত হবে রামের আধার জগদ গগন,
 হেরি সে ভাস্করে যত নিশাচরে সত্তরে করিবে দূরে পলায়ন ।
 হরি আসি যদি কাননে পশিলে, হরিবে প্রাণেতে যত পণ্ডনে,
 হরষিত হ'যে হরি হরি ব'লে হরিময় রূপ হেরিব ভুবন ।

আমার যা কিছু ভরসা তুমিই মা ।
 আমি যে অধম অতি নিরন্তর মন্দমতি,
 আমার বলিতে তবে তুমিই কেবল আছ মা ।
 তুমি আছ তাই আছি, নহিলে কেমনে বাঁচি,
 তুমি যে ভুবনেশ্বরী চৈতন্ত রূপিণী জামা ।
 যে কোন করম করি, তোমাতে অর্পণ করি,
 পাপ পুণ্য ভাল মন্দ কিছুই ভাবিনা মা ।
 তোমারই চরণ জোরে, ভ্রমিতেছি এ সংসারে,
 কাল পূর্ণ হ'লে জানি, তুমি কোলে নেবে মা ।
 দীন রাম বলে জননি, (আছি) নিশ্চিত দিবা রজঃ
 জানি তুমি ভাল বই মন্দ ত জাননা মা ।

হেরে চরণ ভুলিল মন প্রাণ ।
 এক সুধাকর করে জগৎ উজ্জল করে,
 আমি দশ সুধাকরে করে ও চরণে কর দাম ।
 অমর নিকর বীরে, ঘোড় করে সজ্জা করে,
 (সেই) গুণাকর শব্দর আছেন চরণে শয়ান ।

দিনে দেখি দিবাকরে, নিশায় সে নিশাকরে,
 (এবে) মায়ের পদে রবি শশি হেরি যে বিরাজমান ।
 যে জন ঘোর আকারে সর্ব জীবে গ্রাস করে,
 সেইকালের কাল আসি করে চরণে কর প্রদান ।
 দীন রাম মুখে বলে রাজা জবা বিশ্বদলে,
 পূজে ও পদ কবলে করিব মহা প্রহান ।

১৬

তৈরব—টিমা তেতাল।

বিধরূপী ব্রহ্মময়ি তুমি তারা ইচ্ছাময়ি ইচ্ছার ভব সংস্থার পাতিলে,
 পঞ্চভূত মিশাইয়ে অসার ঘর বাঁধিয়ে আবারে স্বজিয়ে তাহে রাখিলে ।
 শঙ্কপুরী মাঝে বাস, করিলে হয় সর্বনাশ, জেনে হটা ত্রিপুর হাতে নপিলে,
 আপনি থাক লুকারে অহং সং সাজাইয়ে, ভোজের বাজী ভাল এবে খেলিলে
 প্রবৃত্তি নিবৃত্তি হয় রাখিয়ে ভব ইচ্ছার, মায়ার আশিষ দিয়ে ভুলালে ;
 চিরদিন অন্তরালে, রহিলে না দেখা দিলে, ভাল অগতের মা সাজিলে ।
 দীন রাম বলে বৃথা, লুকাও না বথা তথা, অন্তর অন্তর হ'তে নারিলে ;
 মিছা কেবল অকারণ আপন করি গোপন, মা নামে কলঙ্করাশি রাখিলে ।

১৭

তৈরব—চুংরী ।

আকুল হুঃখ নদ্য তারণ কারণ, বেদ অগোচর বিষ বিনাশন,
 সত্যসনাতন সত্যানারায়ণ, শিবময় তুমি অশিব নাশন ।
 উত্তম উত্তম তুমি দেবোত্তম তুমি পুরাতন পুরুষ পরম,
 তুমি অনাদি হরি অনন্ত হুঃখহারী তুমি সকল সৃষ্টি আদি কারণ ।
 তুমি মন্দির তুমি দীপ তার মাঝে, তুমি শীতল জল ভীষণ মক মাঝে,
 ভোগী সংসারী মহাবোগী অনাহারী বিরাট রূপহারী ব্রহ্ম সনাতন ।
 তুমি আধের তুমি পরম আধার, হরিহে তুমি ব্রহ্ম বিষ্ণু মহেশ্বর,
 স্বজিহ পালিহ পুনঃ পালিহ দ্বিরন্তর, বটপজহারী তুমি নারায়ণ ।
 তুমি মহোরগী তুমি ধনুজয়ি, তুমি বীজ তুমি পত্র পুষ্প ফলধারি,
 কত রাজরাজেশ্বর করম দীন তিথারী,
 একাধারে তুমি শিব শক্তিময় নিরঞ্জন ।

তুমি মরুক ব্যাধি তুমি মরুক ব্যাধি বিনাশন,
 হরি হে ! ভবতরী জৌমার রাক্ষসরূপ, দীন দীন রাম যাঁচিছে অমরুণ,
 চরণে বসিত যেন কোমলরূপ চরণ ।

১৮

ভৈরব একতারা ।

অহং নাম ধারী, পত্র পুষ্প ধারী, পায়শে পদশ কোরোনা,
 স্তুতি পথ রোষি কিরাজে কারার তাহার তলার বেওনা !
 গৃহ ক্ষেত্র দ্বিষ্ট শাখা শোভে তাঁর, পুষ্করিম্বর পল্লব তাহার,
 ধন বাস্ত রূপ পত্রে শোভাপায়, সবার ভুলার ভাবিরে দেখনা ।
 বাসনা জনিত কুসংস্কৃত, প্রতিজ্ঞা ফোটে কুসংস্কৃত,
 স্তব্ধ স্থখ ফল কোলে তুর ডালে, সে কব ভুলিতে বেওনা ;
 বিবধর সম সেই তরুণর, আলিঙ্গিলে তাহে দংশিবে সখর,
 দীন রাম বলে সেই তরুণরে সমূলে নিশ্চল করনা ।

১৯

ভৈরব একতারা ।

নিশা অবসানে সেই ব্রাহ্ম যুগে বৈন অঙ্গনে বৈকুণ্ঠ বন অধর পায়র মন ।
 ব্রহ্মা মুরহর হরি, ত্রিপুর অস্তকারী তাহে শনি তুমি স্তব্ধ ভীতজন তপ হারি,
 বুধ বহুশক্তি আর শুক্রাচার্য শলৈশ্চর, হাই কেকতু নাম যুখে কররে উচ্চারণ ।

উবার শব্দায় বসি বলরে মন অবিরায়,
 মোক্ষ দায়িনি দুর্গহরা সেই দুর্গানাম, কলুষ নিচর করে বার লইলে যে নাম,
 তবঃ তিরোহিত বধা উদয় যাত্রা তপন ।

অহল্যা জৌপদী কুন্তী তার। আর মনোহরী, সাধ্যাসতী অরুন্ধতী
 জিনি বেই গন্ধ নারী, সেই পঞ্চকতা নাম প্রভাতে অন্তরে অগ্নি,
 নৌশরে দীন রামের পাতক অবোধ বন ; যুধে বল কালী তাঁরা বোড়শী ভুবনেশ্বরী,
 ভৈরবী না ছিন্নমতা যুগাবতী সুরেশ্বরী, বগলা বাতকী আর হরিদ্র স্বদেশ্বরী,
 কবলা এই দশ মহাবিদ্যা নাম অমরুণ ।

২০

ভৈরব একতারা ।

উই বরা তারা জিন্নসি ।

আর যুবারে বৈকুণ্ঠ যাত্রা জানো নিবে জানো জানো বরিয়ে চরণ দ্বানি ।

নিদ্রিতা হেরে তোষারে, পাইয়ে আঁধার করে,
 হের মা এগিছে ঘোরে কাল কণি বীরে বীরে,
 এখনও উঠমা নহে কবে সর্বপ্রাণ করে, তাইমা জাগাই তোরে তা রিণি ।
 গরল অনল সম অগিতেছে অল্পক্ষণ, ছার জ্বলা এখনও হয়না মা নিবারণ,
 কণি-স্বখ-গত ভেক সম করি যে ভোজন, নিঃসহায় প্রাণধায় আর গো জননি ।
 কাল বিবে কাল কেশ হইল খেত বরণ, কর্ণন শ্রবন হীন ত্রমে ভাঙ্গিল দশন,
 (ভূমি) কাল বারিণি বলে দীন রায় অল্পক্ষণ,
 রক্ষ রক্ষ বলে লক্ষ্য করে নিষ্ঠারিণী ।

২১

ভৈরব একতাল ।

সকল তীর্থ সার ভূমি মাগো ত্রিলোক পাবনি জয় সুরধনী ।
 শশাঙ্ক শেখর শিরে বিরাজিতা জয় জবনয়ি তাঁরা তরঙ্গিনী
 পতিতে তরাত্তে আছগো-জগতে ভূমি মা প্রমথ নাথ সোহাগিনী,
 পতিত পাবন হরির চরণ-হইতে উদ্ধৃত্ত ভূমিগো তারিণি ।
 আনন্দে পবন হিল্লোলে স্বপ্নন নৃত্য কর মা পতিত পাবনি;
 পলকে তখন চাঙ্গিয়ে কীরণ নাচেগো তপন ওমা নিজরিণি ।
 জয় গঙ্গা বলে যে কোন সলিলে কথা তথা দান যে করে জননী,
 তোমার রূপায় মুক্তি পায় ভূমি-সুখরা মোক্ষ দায়িণি ।
 দীন রায় বলে নিশ্চয় তারিবে বলিয়ে কলুষ নাশিনি,
 বিরাজিছ মম স্নেহের বহুমতে অগতির গতি দায়িণি ।

২২

ভৈরবী ঠুংরী ।

কমল নয়ন কমলাপতি হরে হরে নারায়ণ ।
 ভক্ত ভর-হারী নাথ শরণ গত প্রতি গালন ।
 ভূমি ত্রিভুবন নাথ অগ্নি স্রুতি ধীন হীন,
 কেমনে ভূবিব তোমার তা ব তাই নিশিদিন, জয় দেব জয় দেব জয় জনার্দন,
 দাগ নাথ কর কুণ্ডল গোহি অটল শরণ ।
 পুরাণে শুনেছি তব নাম বাহা-করতর, ভূমি ব্রহ্মা ভূমি বিষ্ণু ভূমি শিব জগদগুরু,
 হিব গিরিবর তুমি ভূমিহে নাথ স্নেহে, ভক্ত বৎসল ভূমি শরতে মনুষ্যদন ।

কাল-বশে গেল দিন সন্ধ্যা আসি দেখা দিল, অমঙ্গল অবশ্য তব্ মহানিদ্রায় ঘেপিল,
 বাচে রাম কোথা প্রভু এবে আসি দাও কোল,
 নির্ভয়ে দুমারে রব তব পাশে চিরদিন ।

২৩

ভৈরবী চুংরী ।

দয়াময়ি হৃৎ হারিনি জননি ।

কুরাল বদন। কালী কলি-কনুৰ নাশিনি ।

তিমির বরণা শ্রীমা দ্বিগুণরা অহুপমা, এলোকেশী অষ্টহাসি পতিত জন পাবনি ।

তরুণ অরুণ জিনি পদ-সরোজ হৃৎখানি, সে বিছে অমর নর যক্ষ রক্ষ মহা মুনি,
 ত্রিভুবনে তুমি গোমা ব্রহ্মময়ি সন্মতনী, মহেশ্বরী বাসিনি ভুবন মন মোহিনি ।

হেরিতে ও রাক্ষা পদ রাম চাহে অবিরত,
 তার ধা এ উদ্যাবে আমি যে সব আশ্রিত,
 বঞ্চিত কোবোনা গোমা শমন-ভয় বাগিনি ।

২৪

ভৈরবী চুংরী ।

দীন-জন-হৃৎ হারিনি জননীরী, লব্ধ-স্বত্ব-ভরণি ।

জয় বিশ্ব প্রেমবিনি-বিশ্ববক্সী-সুপার আনন্দ বাসিনী ।

অনিলে সলিলে আকাশে অনলে, প্রকাশ-সুপার লীলা তব গো ভূতলে,
 নেহারি প্রাণ চাহে জান জামি কেহে, কেহি জান জান-দাহিনি ।

তুমি এক ছুটি অবেক রূপ ধারিনি, ভুবনে লোকের ছুটি পরম ব্রহ্ম রূপিনি,
 অয়তি জয় জয় ব্রহ্মময়ি লরীতনি, ভুবন-কবরী তুমি তব ভয় মিন-মিনি ।

বিমল ভাতি জন যে ভায়ে লগ্না অকরে, দুষ্কৃতি দুষ্কৃতি তার, ক্ষিত্তর রহে হরে,

নিভারিণি ন্যূর তব এ অব লক্ষ্যরে, জুনি-দেখা কবি-নিভায় কারিণি,
 কহে সেবক রাম লাল ঘোড় করে, অকরে নিভয়া হাওনা কহু আমারে,

“দ্বিবাশি ডাকি কর বড় আমি, বোহরে,

চরণে চরণে হান দিওনা দীন জননি ।

২৫

ভৈরবী কাঁপতাল ।

জানহে নিরি রাজন প্রাণ হেম বরণা উষাধন ।
 সেধন বিনা নিরাঁধি রাজ ভবন বিজন কামন ।
 হাও হাও দ্রুতগতি, যথার প্রাণ পার্শ্বতী,
 দুগতি নানিনি দুর্গতির এনে জেখাতিহে বরি চরণ ।
 বিনা সে শনি বদন, সতত ঈদৃহিছে প্রাণ,
 কেমনে হে প্রাণনাথ ! বরি এ ছারি জীবন ;
 মরতা বিহীন হয়ে, পাষণ্ডের কপি ধারিহৈ,
 প্রাণ উষারে তুলিয়ে, কেমনে বরিহ প্রাণ ।

২৬

ভৈরবী একতাল ।

ভজরে পামর মানস মম নবীন নীরদ, বরণ প্রাণ,
 ব্রজত অচল মুরতি হয় হরি হরি হরি হয় হয় হয় ।
 শোভিছে চরণে তুলসি চন্দন, ত্রিপদ সহিত জাহ্নবী জীবন
 মদন ঘোহন, মদন মদন হরি হরি হরি হয় হয় হয় ।
 ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম ভুবন মোহন, শ্রীঅঙ্কে শোভিছে পীত বসন,
 শার্দূল ছাল কটীর কলন, হরি হরি হরি হয় হয় হয় ।
 ভুবন মাধব কর্ণধরি খুলে, কামল কুঙ্কম মালা মলে মললে,
 অশান ভবনে হাড় মালা গড়ে, হরি হরি হরি হয় হয় হয় ।
 দাঁড়িয়ে চৌদিকে ভবের প্রমত্তি, হৃদয়ে আত্মগাশক্তি রাখা বিনোদিনি,
 ভুবন মোহিনি মগেজ নন্দিনি, হরি হরি হরি হয় হয় হয় ।
 ত্রীরাধা মদন, পার্শ্বতী প্রাণ, করুণেতে মুরবী ভজক শোভন,
 হৃদ্যবন ডালী ঠেকানি বিহারী, হরি হরি হরি হয় হয় হয় ।
 বশোভা জীবন কর অমর্দিন, দেবীধর ভক্ত প্রাণ,
 প্রাণতঃপরম-বিভর, কামল, হরি হরি হরি হয় হয় হয় ।
 কামল-আধন কামল নরক, কামল পতি কোত্তর ধারণ,
 গিরিজা পতি শোভে ত্রিময়ন, হরি হরি হরি হয় হয় হয় ।
 রাখা রাখা বলে রাখার বাশরী, ভবের কাঁটারী শোলক বিহারি,

রাব ওণ গাঁও গাঁও বাবা করি, হরি হরি হরি হর হর হর ।

অন্য কয়েকর অন্তর চকনে, চর্চিত বড়িত বড়িত বড়িত,

কুড়ল কুড়িত বড়িত বড়িত, হরি হরি হরি হর হর হর ।

রাবা নাম লেখা নিরে শিবি পাখা,

ময়ন চরণ বাহুর বঁকা, ত্রিগুণ পামিনি তায় জটা ঢাকা,

হরি হরি হরি হর হর হর ।

দীন রাব বলে তাই বলিলে ও মোক্ষের রূপ হওনা বন ন,

অভেদ অগেতে হরি হর বন হরি হরি হরি হর হর হর ।

২৭

তৈরবী একতাল ।

নিরববি অপরবি হঠেছি ও চরণে অঙ্গ দেবোত্তম ।

জগত সংসারে হেরিনা কাহারে মন সব পরাধীন ।

অচিন্ত্য অধ্যক্ষ নিরাকার তুমি, বিক দোরে তব জগৎ কলি আনি,

দীন হৃদয়ে শুনি অতবীণী, এখনও না ঘুচে বিদারণ ভয় ।

তুমি মন হৈজিয়ারি অগোচর, বিধি ক্যানি তুমি জগত আধার,

জয় বলে বুঝা তাঁর কলি দায়, আশ্রয় তাঁর অঙ্গ হইলোনা যে মন ।

জিহুবনে বঁট আছে ওণ চর, সেই সব উল্লের কুণ্ডলিছে আশ্রয়,

সামান্য ভক্তিহে তুমিতে তোমারে বাসনা রাবের অবতি অধন ।

২৮

তৈরবী কাওয়ালী ।

তার তব সাগরে কাতর কিহরে, করণায়রি সুদ করণা ।

আনি কাতর ভতি, নাআনি নতি ছতি, পুড়ুছি যোর দায়, রাব না রাবা পার,

পাইলে তব পার হয় তার রয়না ।

পড়িলে নকটে জাকি বা অকলটে তবোছি তুমি দীন করণায়রি কট,

ক'রোনা মকনা তেনা জিনরনা, আর আনা এসে মকনা ।

আনি ভতি দীন সাধার সঙ্গীন দীন, কসুবে সুদিত হঠেছি বিন বিন,

কঠিনত কোন-সময়-না-কোন-দিন, এমনও কি মরা হ'ব না।
হেরে কাল বর্ষা-রক্ত-শ্রাব্য-করি, করে রাখে কোথা কোন আঁহ বা শব্দ
আনি-থায়-কি-এই-দুঃখ-বিভক্তি, অশেষ দুঃখান দেখেও বুঝেনা।

22

ভৈরবী কাওরাণী ।

কোথাহে নিব খট্টা ইকলান পথে দরানিবে পার্শ্বী প্রাণ বলত ।
 ডাকি কাতরে তৌয়ারে খট্টা আশা করি, ব্যক্তি-এবারে কোরোনা হে দেব
 শৈশব কালেতে ছেলে খেলায় মত্ত ছিলাম,
 পাগ কি পুণ্য বলিয়ে কিছুই যে না জানিলাম,
 কিশোর কাল মোহাগে কাটাইলাম ভুলিলাম,
 ১২ পার্শ্বী পার্শ্বী হার ভুলান বৈতন সব ।
 দ্বিতীয় কালের পতি ঘোষন গরব তরে,
 নিতান্ন রবেতে ঘাতি কুলিলাম পিতা হোয়ারে,
 মা কান্দিতা অবিকল না জানিলাম “আমারে”,
 ১৩ ভাইকে না জানিলাম, কখনও তব ।
 ঘেঁষিও নাহি ঘেঁষিও, কারে কেহ হ'ল তব,
 ১৪ গল্পেও কেহও নাহি, গল্পেও নাহি, গল্পেও
 ১৫ কখনও নাহি, কখনও নাহি, কখনও নাহি
 অথবা মিলাজ বলে ভাবিনা কতু সে সব ।
 হীন রাখ বলে আমি অতি কুস্তান তব,
 বল প্রভু আরও কত দায় প্রভু, প্রভু, প্রভু, প্রভু
 মৃতকে অন্তর পদ চাপিয়ে রাখ হে তব ।

৩০

ভৈরবী পোস্তা :

[illegible]

মা আমার অন্তরে থেকে, বিপদের বিপদ ঘটায় ।
 সুগ্রহ পীড়িত মরে, "তারা রক্ষা কর মোরে",
 বকিলে শুকনাই, তোরা প্রভুবাণী "মর্ত্যে" ।
 মায়ের চরণ কুশল, বিধির লিপি কত রস,
 ছিল কতদিন বেধিকাত্মিয়ার কুশল প্রদায় ।
 মাথের কিঞ্চিৎ মধিমা এনে, অকৃতোষ হত জানে,
 শব ছিলে শবাসনার পায়ে পড়াখড়ি দেয় ।
 রামের এ বাসনা মনে, কোন নীশেবের দিনে,
 দেহ ছেড়ে প্রাণ বিহীন উড়ে যবে এ রাসা পার ।

১

তৈরবী কাওয়ালী ।

প্রেম ধন বিতরণ কিঞ্চিৎ কর আমারে ।
 তব প্রেমে মজে যেন আমি নাথ এসংসারে ।
 ব্যাকুল হয়েছে প্রাণ, কোথাহে জগৎ প্রাণ,
 আসিয়ে রাখ হে প্রাণ, তব প্রেম সুখা পিপাসিরে ।
 যবে পূরিত আমি, তারহে ভুবন স্বামী, দীননাথ অন্তরীক্ষী, কর কৃপা অনাধারে ।
 দয়াল নাম তোমার, কেনেছি হে বার বার,
 বেনাম গুণ এবার, (প্রভু) জানিবে রাস ব্যবহারে ।

২

তৈরবী একতালী ।

এই বেলা মোর মেথরে কল ময়লা চরিত্র-মায়ের চরণ,
 রাসা পায়ে রাসা অবা কি প্রেমেছে চরে হর অচেতন ।
 চরণ গুণেতে শশাঙ্ক শেকর, বিভোর হইয়ে সদা দিকবর,
 যোগীশ্বর অকর অমর, হৃদয় চরণ করেছে বারণ ।
 মরিকি প্রত্যন্ত অরণ বরণ, শবতর মায়ের শোভিত-কেশবন,
 তাহে রক্ত শিক শশাঙ্ক কিরণ, প্রভুকে মোহিত করিত মূরখণ ।
 দীন রাস, বসে, রক্ত-সবতর, কচরণ গানে রাখ ধন রস,
 চরণের কোরে রক্তিত কোরে, নিরখি করিতে কত সুমায়ন ।

৩৩

ভৈরবী ৫৭।

দেখা দিবেন। হরিদা হ্রদ-প্রিয় ভব-প্রাণা কেন আকিতে নিখায়েছ
 তবে কেন ভারত ভূমে মানব-বিশ্রাহ।
 যা ব'লে-আকিলে তোরে, কেন মন আশি, বোহর,
 আশা নিয়ে কেন মোরে নিরাশ করিতেছ।
 নিশিধিল কি কারণে, রেখেছ তোমার দ্বানে,
 তবে কেন দীন দীন নরক-ত্যাগী করেছ।
 দয়াময়ি ব'লে তোরে জানি কে বা এ-সংসারে,
 যা নাম এবে কি ভূমি ভুগাইতে বলিছ।
 দীন গ্রাম লকাতলে, চাষিছে হেরিত তোরে,
 পাথারে ভাগারে তারে কেনে ভুলে আছ।

৩৪

ভৈরবী—একতাল।

কালতর বারিণী।

কালিকে কল্যাণি, শুভ কলতর প্রাণা অগণ্ডক স্বয়ং বিহারিণি।
 নর শির বারিণি উলানি, (মন্দি কি) চরণ নখর শোভিছে
 যেমন, আঁধারে উজলে হির সৌদামিনী।
 স্রীভক্ত-অরুণ-নিভারিণি, নরক-অন্যদে
 কতক অকল্য-অকল্য শব্দ বারিণি।
 স্বয়ং সে-বারিণি, বর্ণাশি, জ্বলা লাক্ষ্যে মাহতলা
 কল্য-অন্যদে বিবদ বারিণি।
 কল্যাণি কল্যাণি মোহিণি, হার কি নিরুণি কল্যাণী, (যেন)
 নরন কোকিলে উঠেছে কল্যাণ কোকিলে উঠেছে কল্যাণি।
 মহিষ মন্দি, ভক্ত বো কল্যাণি, (মন্দি) এ-দীন মাহতর
 মোহে কল্যাণের বসি ভব-মাহ গতিত মাহতর।

ভৈরবী একতালা ।

ধরম রক্ষতি ধান্মিকম্ ।

সুন্দর কাহিণি গুরুমুখে শুনি প্রকাশে বেদাদি আগম নিগম ।
 দুর্লভ জনম পাইয়ে যে নরে সাদরে না করে ধরম করম,
 বুথা লে জীবনে কিবা প্রয়োজন ধরাধামে সেই অতি নরাধম ।
 সৰ্ব্বজীবে রাখ দয়া সমভাবে যতনে করহ ইন্দ্ৰিয় সংযম,
 সৰ্ব্ব সুখি হবে অভাব না রবে অরাণী হইবে চির প্রিয়তম ।
 ঘোর সুদর্শন ফিরে তীক্ষ্ণ ধারে শিরের উপরে অতি যে বিষম,
 সদা-নত শিরে রহ জোড় করে ত্যজ অহঙ্কার বুথা তব ভ্রম ।
 গরল ত্যজিয়ে সরল অন্তরে বিমল প্রেমেন্দ্রে হইয়ে মগন,
 যজ্ঞযোগে সদা হরিগুণ গানে খাটেনা কখন শমন বিক্রম ।
 দীন রাম বলে ভাব মন তাঁরে যে তারে হস্তারে সেই দেবোত্তম,
 অনন্ত জ্যোতীতে বিহরে হৃদয়ে কোটি সূর্য্য বিনি রূপ অরূপম ।

ভৈরবী কাওয়ালি ।

(এই গানটি হরের স্তব কিন্তু প্রতি পংক্তিতে হরহরি শব্দ প্রয়োগ আছে ।)

বিহর হৃদয়ে হর হরি যদি যাতনা ।

অহরহ রিপু সবে করিছে কুমন্ত্রনা ।

অষ্ট প্রহর হরিতেছে কাল মম প্রাণ, ভাবিয়ে ত্রিপুর-হর হরিল যে মম জ্ঞান,

হে হর হরি কেমনে মায়ায় দাও সন্ধান,

কেমনে বা হর হরিবে হে দুর্জয় বাসনা ।

তোমার নাম অগিয়ে হর হরি নিশি দিন,

হের হর হরি রূপে মোহ আসে দিন দিন,

ভবভয় হর হরি রামের সে হৃদ্বিন,

অভেদে যেন হে হর হরি করি ভাবনা ।

৩৭

ভৈরবী একতালা ।

(এই গানটি হরির স্তব কিন্তু প্রতি পংক্তিতে হরিহর শব্দ প্রয়োগ আছে ।

দীন দয়াল নাম যে তোমার ওহে হরি হর মম ভব ভয় ।
 যেন প্রেমেতে সিহরি উঠিহে জীহরি হর কৃপা করি কলুষ নিচয় ।
 হৃদয় মন্দিরে কমল আসনে বসিয়ে জীহরি হর তাপত্রয়,
 জীতির কুসুম আহরি করয়ে পূজিব তোমার রাক্ষ পদদ্বয় ।
 বিষয় বাসনা দিতেছে যাতনা, আসিয়ে জীহরি হর সমুদয়,
 সম্মুখে বিহরি মূর হর হরি হর কাম ক্রোধ আদি রিপুচয় ।
 বঙ্কিম চরণে নৃত্য কর হরি হর হে মায়ায় ওহে মায়ায়মর,
 ক্ষুদ্র জীব আমি শুনহে জীহরি হর অপরাধ দাও পদাশ্রয় ।
 রামের হৃদয়ে শেষের সে দিনে হরি হরষিতে হইও উদয়,
 যেন শমন প্রহরি হর হর ধর করিয়ে না আসে সদা দূরে রয় ।

৩৮

ভৈরবী একতালা ।

(তব) সেই রূপ দিবানিশি ভালবাসি নিরখিতে হৃদে আমি গো জন
 যে কপে ছুলালি সেই ভোলানাথে বক্ষে দিয়ে রাক্ষ চরণ দুখানি
 সেই অটুহাসি করে লয়ে অসি, বিবসনা ত্রিনয়না এলোকেশী,
 নরশির গলে দোলে রাশি রাশি, বেষ্টিত চৌদিকে ডাকিনি যোগি
 যেক্রূপে বধিলি শুভ্র নিশুভ্রে, অভয় করিলি অমর নিকরে,
 গভীর হৃদয়ে যেক্রূপ সনয়ে, নাচিয়ে অধরা করিলি ধরণি ।
 যে রূপে কালের ভয় নিবারিলি, ত্রিভুবনে কালীনাম বলাইলি,
 যে নামে রামের কঠিন হৃদয় গলাইলি নাগো শিব-সোহাগিনি ।

৩৯

ভৈরবী একতালা ।

স্বরিত তরাতে তনয়ে তোমার ভুমিইগো তারা ভারিণি ।
 তাই অবিরত ভাবি তব পদ ভূমি যে বিপদ নাশিনি ।
 দক্ষিণ চরণে রক্ত মাখাইয়ে, মৃত্যুঞ্জয় বক্ষে আছ দাড়াইয়ে,
 সেক্রূপ হেরিয়ে দক্ষিণের (শমনের) ভয়ে তিলেক হৃদয়ে ভয় নাহি গণি

বিকট বদনা এলায়িত কেশ, করে অসি তব চরণে মহেশ,
 কে বলে মা তোর ভয়ঙ্করা বেশ, আমিত নিরুখি ভুবন মোহিনি ।
 কাননে যখন ক্রোধিতা বাঘিনি, গভীর গর্জনে কাঁপায় ধরণি,
 সম্মুখে যে আসে, তাহারে বিনাশে, কি সাধ্য নিকটে যায় কোন প্রাণী ;
 বাঘিনি শাবক সেরূপ হেরিয়ে, কভু কি শঙ্কিত হয় তার ভয়ে,
 দীনরাম তাই সতত নির্ভয়ে, নেহারে হৃদয়ে মায়ের রূপ তেমনি ।

৪০. ভৈরবী একতালা ।

সকালে সকালে ব'ল কালী কালী আজি কালি কভু করোনা ।
 কালী কল্লতরু মূলে, ভক্তিবারি ঢালনা ।
 ব্রহ্মচারি ব্রতী মৌনী তরুমূলে, কেহ আঁখি মুদ্রে কেহ বাহ তুলে,
 প্রণব সহিত কালী কালী ব'লে, সেরূপ নিয়ত করয়ে ভাবনা ।
 শশাঙ্ক শেখর সেই বৃক্ষ মূলে, সেরূপ ভাবিয়ে পড়েছেন ঢলে,
 ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি অমর সকলে, তরুমূলে বসি করে যে সাধনা ।
 রাম বলে মন সে পাদপ মূলে, বসি ফল আশে ডাক মা মা বলে,
 চারি শাখা তরুর শোভে চারি ফলে, পাইবি সে ফল পুরিবে কামনা ।

৪১. ভৈরবী দ্রুত একতালা ।

জয় জয় জগবন্দিনি ।

দেবী হুঃগ হারিণি তারিণি মহেশ হৃদয় বাসিনি ।
 সুরাসুর নর সবার পূজিতা আগম নিগম সৃজন কারিণি,
 খগেন্দ্র মহেন্দ্র উপেন্দ্রাদি আছে চরণে পড়িয়ে দিবস রজনী ।
 নীল বরণি নগেন্দ্র নন্দিনি নগ্ন বান্য ঘোর নিনাদিনি,
 সুখদা মোক্ষদা জ্ঞানদা বরদা তুমি গো অন্নদা জয় নারায়নি ।
 জগৎধাত্রী জগৎকর্ত্রী জগজ্জনন মনমোহিনি,
 মহাকালী মহামায়া জয় জয় মহিষা সুর মর্দিণি ।
 ভৈরবী ভবানি ভূভার হারিণি আত্মশক্তি শিবে সবার জননী,
 মা মা বলে তোমার ডাকিলে কোলে লও তুলে তুমি গো তখনি ।

বলিতে তোমার মহিমা অপার সাধ্য কার তিন ভুবনে ভবানি,
 মা না বলে তোমার চরণে পড়ে হবে তাই মা বলিয়ে জানি ।
 গুরুমুখে শুনি তুমি গো ভবানি ভুবন ভিতরে দীনতারিণি,
 দীন রাম জপে কালী কালী কালী তার তার তার পতিতোদ্ধারিণি ।

৪২

ভৈরবী—চুংরি ।

ভজ গোবিন্দ জীগোবিন্দ জীরাধে গোবিন্দ মম মন ।

গোলক বিহারি পরমাত্মা নারায়ণ ।

ত্রিলোকে দুর্গভ সেই নাম অমল্য রতন,

যোগীশ্বর যে নাম জপিছে মুদি ত্রিনয়ন,

কমল ভক্তি ভাঙারে যতনে সঞ্চিত ধন,

যে নামে পাগল নারদাদি শুক সনাতন ।

গ্রহণ সময়ে বারাগনি ধামে করি স্নান,

বশিষ্ঠ সমান বিপ্রে করে যে গো কোটা দান,

তাহার অধিক পুণ্য অনাসে লভে সেজন,

বারেক গোবিন্দ নাম করে যেবা উচ্চারণ ।

মাঘে প্রয়াগে নরে যদি হয় কল্লবাসি,

স্নেহে প্রমাণ ধন করে দান রাশি রাশি,

অতিথিরে ইষ্টদেব সম পূজে অহনিশি,

তথাপি হইতে নারে গোবিন্দ ভক্ত সমান ।

দীন রাম বলে মন জপরে গোবিন্দ নাম,

যে নাম জপিয়ে ক্রব পাইল সেই ক্রবধাম,

অপার সাগরে সেই ভেলা সম সূধানাম,

আনন্দ হৃদয়ে সদা কর শ্রবণ কীর্তন ।

৪৩

ভৈরবী—কাণ্ডালী ।

তাই ডাকি মা মা বলে ।

মা যে আমার সর্বস্ব আমি মাগের ছেলে ।

প্রভাতে উঠিয়ে যখন ডাকি মা মা বলে,

মা আসি তখনি মোহের আবরণ দেন তুলে ।

যুমে যবে অচেতনে থাকি নিশাকালে,
 স্বপ্নযোগে হেরি যেন মা লয়েছেন কোলে ।
 গর্ভবাসে ছিলাম যবে পড়ি নাই ভূতলে,
 আমার খাবার তরে হৃদয়ে ক্ষীর রেখেছিলেন তুলে ।
 মায়ের কৃপায় মরু মাঝে শ্রুতীতল জল মিলে,
 মা যে সবার মা হন স্বর্গ মর্ত্য রনাতলে ।
 রীম বলে অজপান্তে থাকবো মায়ের কোলে,
 বুঝবো কালে কেমনে লয় মায়ের কোলের ছেলে ।

৪

ভৈরবী—কাওয়ালী

বারেক চাহিয়ে দেখ মা, তোমা বিহনে প্রাণ,
 শোক তাপিত অতি, ঝরিছে নয়ন নীর, অবিরত দর দর ধারে ।
 কোমল প্রাণ যে তব জননি হৃৎ হারিণি,
 তুমি যে সহিতে নার সন্তান কন্দন ধ্বনি,
 তোমারে হারিয়ে ভবে, আধার নিরখি এবে,
 মা বিনা বল মা প্রাণ ধরিব কেমন কোরে ।
 হৃৎ জনম যেন বিফলে যায়না গো মা,
 আসিয়ে কর মা মম নফল কামনা শ্রামা,
 ধন রত্ন নাহি চাই, যেন চরণ দুটি ভিক্ষা পাই,
 কোরোনা দীন এ রামে বঞ্চিত বারে বারে ।

৫

ভৈরবী—পোস্তা ।

থেকে থেকে জননি তুই কোথ। যান্ আবার ।
 তুই যে কাছে না থাকিলে আমার এ প্রাণ রাখা ভার ।
 যে মেয়ের নাই পিতা মাতা, নাইক যার বন্ধু ভ্রাতা,
 জগৎ মাতা যে তাঁর, ছেলে বিনা কে আছে আবার ।
 অন্ধ ছেলেয় পথে ফেলে, কেমনে থাকিস্ মা ভূলে,
 হাতাড়ে ঝুজিতে গেলে পথ ভুলে যাই বারে বার ।

ষথায় নে যাস সেইখানেই যাই তুই বিনা যে আর গতি নাই,
 তোরই আশে রেখেছি প্রাণ করেছি তোর চরণ সার ।
 ছেলের চোকে দেখলে জল, মা বলে কি হয়েছে বল,
 নূতন মা হয়েছে নাকি তাইতে নূতন ব্যবহার ।
 দীন রাম বলে তারা, ফুটে দে মোর নয়ন তারা,
 আমি দেখতে পেলে ধরব তোরে বিপথে যাবনা আর ।

৪৬

ভৈরবী—একতালা ।

মোহ বশে নরে ভুবন মাঝারে হয় যে নিয়ত বিচলিত মন ।
 সদা অহংজ্ঞানে, স্বপনে ও মনে ভাবেনা আপন অদৃষ্ট লিখন ।
 ভাগ্যচক্র অহর্নিশি যে ভ্রমিছে, স্থখ শোক তাহে অমুসিছে যাইছে
 বরষায় চন্দ্রমা মেঘাবৃত রহে, শরতে পুন ত রহেনা তেমন ।
 স্নেহন যেজন কখন আপন, কণ্ঠফল ভোগে নহে ক্ষুধা মন,
 মুখে কেবল বলে হা ভগবন ! অবিচারে মোরে করিছ পীড়ন ;
 পতিতপাকনি বিশ্বপ্রসবিনি, যেজন ধরেছেন নাগ নিস্তারিণি,
 তাঁহারে যে বলে নিদয়া জননী, ধরা মাঝে সেই অতি অভাজন ।
 দীন রাম বলে শুন ওরে মন, যতনে সতত হও সাবধান,
 অরিয়ে মায়ের যুগল চরণ, সকল করম কর সমর্পণ ।

৪৭

ভৈরবী—কাওয়ালী ।

স্বদিরঙ্গাগার মাঝে ভেবে দেখ মন আছে সকল তীর্থ ধাম ।
 সর্বতীর্থ সার আশ্রুতীর্থ মহাপুণ্য ধাম ।
 হইলে সে তীর্থ বাসি, ঘরে বসি অহর্নিশি
 হেরিবে আনন্দে গঙ্গা গঙ্গা বারানসি ধাম ।
 জননি ভুবনেশ্বরী, সেই তীর্থের অধিষ্ঠারী,
 আছেন বিরাজ করি পুরাইতে মনস্কাম ।
 দীন রাম বলে মন, ক'রোনা আর অন্তমন,
 আশ্রু তীর্থে বসি আশ্রু চিন্তা কর অবিরাম ।

৮

ভৈরবী—কাওয়ালি ।

এবে প্রাণ যে যায়, তাই প্রাণ তোমায় চায়,
 বারেক আসিয়ে দেখা দে গো দিখসনা ।
 অগস্ত্য যাত্রা করিব তাই তোরে ডাকি শ্রামা,
 আসিয়ে প্রলম্বা হ'য়ে পদধূলি শিরে দেমা,
 তোষা না হেরিয়ে, কভু যাইব না,
 আর পারিনা পারিনা মাগো করিতে আনাগোনা ।
 দেহ মন প্রাণ যা দিয়াছ মা লও ফিরায়ে,
 তোমার দত্ত ধন লইয়ে রাখ তুলিয়ে, পরবাসে, সন্ধ্যা পরবশে,
 আর লাগেনা লাগেনা ভাল মিটেছে মম বাসনা ।
 কত ক্লান্ত মন্দ বাক্য বলেছি তোরে জননি,
 নিজগুণে আসি আজি ক্ষম তারা ত্রিনয়নি,
 কভু মা কি রোষে, গালি দিলে যে হাসে,
 এসে বদন চুমিয়ে পুন গুনিতে করে বাসনা ।
 মহা শঙ্কপুরী মাঝে আর না র'ব শঙ্করী,
 তাই মনঃস্থে তোরে ডাকি মা ভুবনেশ্বরী,
 আনন্দ ধামে, তব দীন রাগে,
 এবার রেখগো করুণাময়ী আসিতে আর দিওনা ।

৯

ভৈরবী—একতাল।

অসার সংসারে বৃথা মত্ত হয়ে ভুল'না ভুল'না ভুল'না,
 ত্যজিয়ে বাসনা শবাসনা পদে মজনারে মন মজনা ।
 বিষয়ে আসক্ত হইয়ে দারুণ বিষের সাগরে ডুব'না,
 অনিত্য স্থিতে ভুলিয়ে মনের আগুণ তুল'না তুল'না ।
 নিত্যধন ত্যজি অনিত্যের আশে দ্বারে দ্বারে কভু যেওনা,
 আশা বাস্তুস্ত হ'য়ে মন কথা খুল'না খুল'না খুল'না ।
 দীন রাম বলে একাকী দশেরে তুষিতে যতন করনা,
 একমনে যদি সেই কালি নাম জপনা জপনা জপনা ।

৫০

ভৈরবী—একতালা ।

সুধার আধার মা নাম তোমার কেবল মম সম্বল ।
যে সুধা পরশে হয় মা নিশ্চয় সংসার অনল শীতল ।
পথিক জনের পথের সম্বল, তুষার যে নাম সুশীতল জল,
অনাথ জনের দৈব বুদ্ধিবল, যে নামে মিলায় চতুর্ভুজ ফল ।
বাসনা অঞ্জালে বহ্নি দেই নাম, জনম মরণ ঘুচায় ও নাম,
নাম জপে পরিণামে মোক্ষধাম, অবহেলে মিলে, হয় মা বিফল
দীন রাম বলে আনন্দদায়, ভকতি ভরিয়ে নাম সুধা লয়ে,
বিলাইব আর পিব গো বসিয়ে, করিব জীবন সফল ।

৫১

ভৈরবী—কাওয়ালি ।

জয় কালী কালী কাল বারণ ।

জয় কপাল মালিনী কালী, জয় জয় বনমালি, হরস্ত কৃতান্তভয় বার
ভবানী ভবভাবিনী, ভুলাসে ব্রজ গোপিনী, দীন তারিণী দীন তারিণী
অভয় চরণে কিবা শোভিতেছে রাক্ষা জবা হুপুর তুলসী চন্দন ।
ভগবতী যদুপতি, চরণে ভবানীপতি, গোকূলে গোপন কর চারণ ,
উলাঙ্গিনী অসিধরা, হুঙ্কারে কাঁপাও ধরা, মদনমোহন পীতবসন ।
তুমি শ্রাম, তুমি শ্রামা, তুমি হর মনোরমা, কমলা-কমলাপতি নারা
তুমি গো জগতমাতা, তুমিই বিশ্ব বিধাতা, তুমি রাধা, তুমি রাধা
এলোকেশী কালশশী, কভু অসি কভু বাশি, ইচ্ছায় কর যে করে ধ
তুমি ভবের বাহিত ধন, ভবাণী ভবতারণ, ঘোর ভব সাগর তার
ইচ্ছাময়ী, ইচ্ছাময়, দাও রামে পদাশ্রয়, নিলাম অভয় পদে শরণ
যত দিন রবে প্রাণ, দাও গো অভেদ জ্ঞান, আনন্দে করিব তব গুণ

৫২

ভৈরবী—একতালা ।

পতিতে তারিতে ভগতে তোমার নাম যে হৃৎকহারিণী,
তুমি যে জননী হৃৎকহরা ভবে সবার হৃৎগতিনাশিনী ।
ঋদ্ধি সিদ্ধিদাতা গনেশ জননী, তুমি যে গো আশুতোষ সোহর্দা
কঠিন হৃদয় তোমার ত নর, তবে কেন ডেকে পাইনা জননী ।

তব দুর্গানামে হুংখ যায় বলে, নিশিদিন ভাকি দুর্গা দুর্গা বলে,
 অদৃষ্টের ফলে তুমিও ভুলিলে, নিস্তারিণী হয়ে হইলে পাষণী ।
 দয়াময়ী হয়ে নিদয়া হইলে, পিতার স্বধর্ম ভুলিতে নারিলে,
 দুর্গানামে তব কলঙ্ক রাখিলে, তাই হুংখে ভানি দিন বামিনী ।
 দীন রাম বলে চরণেতে ধরি, পিত্রালয়ে আর যেওনা শঙ্করী,
 পিতার প্রকৃতি ভুলে সিদ্ধেশ্বরী, মায়ের স্বভাব ভাব গো ভবানী ।

৩ ভৈরবী—দ্রুত একতালা ।

তব শমন বারিণী রূপ নিরখি মিটল যে মম বাসনা ।
 দিক্বসনা শবাসনা শ্রামা, করাল বদনা লোল রসনা,
 তোমার গুরূপ যে হেরে হয় না তাহার গর্ভবাস যাতনা ।
 তনয়ে তারিতে বিকট নয়নে, দেখাও ক্রকুটী নিষ্ঠুর শমনে,
 জয় মা তার মা যে বলে বদনে, কোলে লও তারে তুমি ত্রিনয়না ।
 এ পুণ্য ভারতধামে কালীঘাটে, কলির কলুষ নাশিতে সঙ্কটে !
 কল্লতরু হয়ে আছ অকপটে, ঢালিছ অপার করুণা ;
 পুণ্যক্ষেয়ে আসি দেব দেবীগণ, ভারতে করয় জনম গ্রহণ,
 তব পাশে আসি পূজে শ্রীচরণ, (করে) সফল মনের কামনা ।
 হরষে সকলে কালী কালী কালী, বলিয়ে নাচিয়ে দেয় করতালি,
 মোক্ষদায়িনী তুমি সুগমালী, মা কালি করাল বদনা ;
 জনম জনম পুঞ্জ পুণ্য ফলে, দীন রামে রাজাচরণ দেখালে,
 তাপিতে তুমি মা তুষিলে নাশিলে, দারুণ ভবের ভাবনা ।

৪ ভৈরবী—একতালা ।

মহাকাল শক্তি তুমি মহাকালী কাল রঞ্জনী রূপিণী ।
 যোগমায়া জগদ্ধাত্রী নারায়ণী অনন্ত শয্যাশায়িনী ।
 সাবিত্রী গায়ত্রী তুমি দিব্যরাত্রি, সর্কার্থ সাধিকে তুমি প্রভাতনী,
 জগৎ আধার যোগনিদ্রা জয় অনন্ত দেব সজিনী ।
 তুমি গো অপরাজিতা অঘোনিদ্রা, প্রাণীগণপঞ্চপ্রাণরূপিণী,
 অভয়া অকরা নির্বিকারা তুমি অচলা অচিন্ত্যরূপিণী ।

শ্রেষ্ঠ রক্ত আধার ত্রিবর্ণ শক্তি তুমি মা ত্রিগুণ ধারিণী,
 সিদ্ধেশ্বরী সিদ্ধিদায়িনী একাধারে শিব শক্তি রূপিণী ।
 পরমাপ্রকৃতি বেদশ্রুতি স্মৃতি সৃজন পালন সংহার কারিণী,
 বিজ্ঞান দায়িনী তুমি বিনাপাণী বিশ্বেশ্বরী বিরাটরূপিণী ।
 সৰ্বমঙ্গলা সৰ্বময়ী তুমি সুখদা মোক্ষদা সৰ্বাণী,
 দুর্গ বিনাশিনি জয় দুর্গে দীন রামের দুর্গতি নাশিনী ।

৫৫ ভৈরবী—দ্রুত একতালা ।

অভয় চরণে নিলাম শরণ, হে জগদেক দেব মুরারে,
 তার তার নাথ তার হস্তারে,
 অকুল পাথর হেরিয়ে আকুল হইয়ে ডাকিছে শ্রীমধুসূদন ।
 ধন জন পরিজন বন্ধুত্ব, দানত্ব প্রভূত সকলই অনিত্য,
 সম্পদ কেবল ঘটায় বিপদ, ঐহিকের সুখ অতি হুঃখপ্রদ,
 তুমিই নিত্য সুখদাতা নিরঞ্জন ।
 জানিনা কখন হইব অবোল, দিয়াছি কেবল গোলে হরিবোল,
 হরি হে তোমার ভরসা কেবল, করহে নির্মূল এ বেদের টোল,
 ওহে ভক্ত মন বাঞ্ছা পূরণ ।
 তুমি তমাস্তক, হরি ভবাস্তক, দীননাথ তুমি অন্তক-অন্তক,
 ডাকিছে আজি হে তোমার সেবক এ দীন রামের উপাধি অন্তক
 হও হে এবারে হরে নারায়ণ ।

৫৬ ভৈরবী—ঝাঁপতাল ।

আকুল হৃদে ডাকি সারদে, বরদা ভব বরদায়িনী,
 নাশ মম হৃদয় তম, তম নাশিনী নারায়ণী ।
 (তব) খেত বরণ হেরিয়ে হরি মোহের আবরণ জননী ।
 তব চরণ প্রসাদে সবে প্রকাশে হৃদিভাব ওবানী,
 তাই ডাকি বীণাপাণি মহাবাগবদিনী,
 ওমা নিন্দিত শারদশশী বদনা সুহাসিনী !
 আজি বসিয়ে মম রসনাগারে প্রকাশ নিজ মহিমা বাণী ।

দেহি পরম নাদ তব ওগো ভগবতী,
 এক বিংশতি মুচ্ছনা আর ষাটবিংশতি শ্রুতি,
 প্রকৃত বিকৃত স্বর দেহি কণ্ঠে সরস্বতী,
 ষিবিধ সঙ্গীতে অধম রায়ে কর মা জ্ঞানী ।

৭

ভৈরবী—ঝাঁপতাল ।

হে কালবারণ, কালবরণ জনম মরণ নিবারণ,
 এবারে না হও নিদ্রা ধরিহে ছুটি রান্ধাচরণ,
 (তব) মেঘহন রূপ ভাবিয়ে হরি হরিহে মোহের আবরণ,
 তব শরণাগত হইলে রিপু সকলে লয় শরণ ।
 তোমার ও পদ নাশে বিপদ, বিপদহারী মধুসূদন,
 তোমারই নামাঙ্কশে কেবল মনবারণ মানে বারণ ।
 হরি হরি বলিয়ে করি হৃদয় শোক সঞ্চারণ,
 বলিতে নারি কি আছে হরি তব নামে হে নীলবরণ ।
 দীন রামের অন্তরে বিহর হরি অমুক্তন,
 তুমি কল্লতরু বিহনে মরু সম এ যদি কানন ।

৮

ভৈরবী—একতালা ।

হও মম নয়ন পথগামী ।

ওহে অন্ধের নয়ন জগবন্ধু হও মম নয়ন পথগামী ।
 এসেছি আশায় দেখিতে তোমায় জগন্নাথ স্বামী ।
 তোমায়ে হেরিতে আশার সাগরে, ডুবেছি বল হে কে আর উদ্ধারে,
 উঠিতে নারিহে হরিহে ধরহে ক'রোনা যেন হে মোরে অধোগামী ।
 আমি হে ভুবনে সবার অধম, হীন বিহীন ধরম করম,
 তুমি দয়াময় পুরুষ উত্তম, ভবের কাণ্ডারী ত্রিভুবনস্বামী ।
 অযুতবদনা হইলে বাগবানী, তব মহিমা বলিতে নারে গুণমণি,
 পরম সুন্দর ওহে সর্কেষ্বর, যোগীশ্বর যদি চিন্তামণি তুমি ;
 তোমায় পবিত্র পুরীর ভিতরে, তেজাভেদ কভু নাই পরস্পরে,
 চণ্ডাল উচ্ছিষ্ট বিপ্রেতে সাদরে, আহায়ে না হয় সে নিরয়গামী !

পতিতপাবন ভুবনমোহন বারেক দেখাও অভয় চরণ,
 প্রাণমন আজি জনম মতন, ও পদে অর্পণ করিব যে আমি ;
 এনেছি মুরারী আজি শিরে করি, তব পদোদ্ভূতা পবিত্র! যে বারি,
 চালিয়ে সে বারি তব পদে হরি, হইব যে মনমত কলকামী ।
 নাশিতে এ পঞ্চ ভূতাত্মক পুরি, গোলকের পুরি, তাজিছে ত্রিহরি,
 বঙ্গ নিকুতীরে করিলে হে পুরি, দয়াসিদ্ধ ওহে গোলকের স্বামী ,
 তব সুধানাম করিয়ে সম্বল, হেরিতে এসেছি ও পদকর্মল,
 মনোরথ যেন ক'রোনা বিফল, এ দীন রামের ওহে অন্তরামী ।

৫৯

ভৈরবী—কাওয়ালি ।

এস সবে মিলে যাই ভবপারে ।

হরি কাণ্ডারি হইয়ে পদ তরণী সাজারে, আছেন দাঁড়ায়ে ভবসাগর তীরে
 বড়ই সরল সেজন কভু জানেনা ছল চাতুরী,
 স্বভক্ত চিত্ত রঞ্জন ছুঁইজনের দর্পহারী,
 সেজন ভক্ত তরে দণ্ডধারীর দর্প চূর্ণ করে !
 “হরিহে পার কর” বলে প্রেমে যেজন ডাকে তাঁরে,
 দীনবন্ধু তাঁরে লয়ে যান ভবনিষ্কু পারে,
 সেজন প্রেমের ভিখারী, প্রেমে প্রেমিকে পার করে ।
 নাহিক জ্ঞাতির বিচার কি পণাপণ ভবপারে যাবার তরে,
 হরিনাম স্মরণে হরির কুপায় সবাই পারে যেতে পারে,
 দীন রাম বলে সকলে মিলে বল হরে ! হরে !

৬০

ভৈরবী—একতালী ।

আয় মা আশানবাসিনী ।

ওমা নিস্তারিণী অশিব নাশিনী শিবানী শিব মোহাগিনী ।
 পবিত্র পুরী সে তোমার আশান, গঙ্গাধর যার করে গুণগান,
 ধনী ধনহীন, মুখ জ্ঞানবান, সমভাবে স্থান পায় গো ভবানী ।
 পর কি আপন সমানে সবাক্রে, হৃদে যেন স্থান দিই মা এবারে, •
 হৃদয় আশান করিয়ে তোমারে, হেরিব হৃদয়ে জননী ।
 দীন রামে জ্ঞান লাও হররমা, আশায় বঞ্চিত ক'রনা মা শ্রামা,
 ভেদজ্ঞান নাশি স্বপ্নে প্রকাশি তার না অধম তারিণী ।

৬১

ভৈরবী—দ্রুত একতালা ।

দেহি দেবী দরশন ।

হুঃখ দিওনা দীনে, দীন দয়াময়ী দলুজদলনী দেবদেব হৃদয় ধন ।

দীনতারিণী মম দিন আগত দেখি,

দিনে রেতে তাই তোরে এত পরিত্রাহি ডাকি,

জানিনা জননী আর কতদিন আছে বাকি,

দিনে দিনে আনি কর দীনের হুঃখ মোচন ।

জানি গো তব চরণ অপারের স্মৃৎ তরী,

কি জানি শেষের দিনে পাছে ও পদ পাশরি,

তাই মা তোমার তরে আকুল প্রাণে নেহারি,

লুকায়ে থেকনা কর দ্রুতপদে আগমন ।

সভয়ে ডাকি অভয়ে ! কর মা অভয় দান,

ভবভয় হ'তে দীন রামে কর পরিত্রাণ,

তুমি বিনা শিবে কে করিবে হুঃখ অবদান,

কুপত্র যদি বা হয় কুমাতা নহে কখন ।

৬২

ভৈরবী—কাওয়ালি ।

দিন যে যায় ওহে দীন দয়াময় আর কবে করিবে হে মম বাসনা পূরণ ।

ভূষিত চাতক প্রায় আছি হে তব আশায়,

নাহি যে সময় পক্ষে পক্ষ এবে যে নিশায়,

পিতা বিনা মনঃহুঃখ জানাইব আর কায়,

অরায় আনিয়ে কর সন্তান হুঃখ মোচন ।

জানিনা কি ব'লে তোমায় ডাকিতে হয় জীহরি,

আনি যে না জানি তোমায় পূজিতে ওহে মুরারী,

ওহে নারায়ণ শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী,

নিজ গুণে মন শিরে করহে চরণ অর্পণ ;

দীন রাম বলে তবে মানস কুসুম তুলি,

তোমার চরণ ধানে নিজ শিরে দিব তুলি,

হওহে সদয় করি কৃতাজ্জলি বনমালী,
নাশ হে আসিয়ে আজি অধম মন বেদন ।

৬৩

ভৈরব — একতালা ।

সুখের আশায় এ ঘোর সংসারে ভ্রমিওনা বৃথা অকারণ ।
রাজা প্রজা ধনী ধন হীন কারও নাহিরে হেথায় সুখ নস্তাবন ।
বিষয়ির সদা রোগের ভয়, সৎকূলে সতত কলঙ্কের ভয়,
ধন পতি সদা শশঙ্কিত হয়, তঙ্কেরে ভয়ে অলুক্ষণ ।
সুন্দরী নারীর যৌবন বিষম, পাছে অধর্ম্মেতে হয় নৃতিভ্রম,
শাস্ত্র বেস্তা পাসে বাদী যেন যম, খলে নেহারিলে ভীত গুণিগণ ।
আপন শরীর দুর্বল জানিয়ে, রেখেছ যাহারে যতন করিয়ে,
দেও সদা ভীত শমনে স্মরিয়ে, ভাবিয়ে আপন নিশ্চয় প্রতন ।
দীনরাম বলে শুন মম মন, হবেনা শঙ্কিত থাকিতে জীবন,
চির সুখী হবে, অরাতী না রবে, (কর) বৈরাগ্য অবলম্বন ।

৬৪

ভৈরবী — একতালা ।

সুখে উন্মাদিত হ্রঃখে বিচলিত হইওনা কখন রে অবোধ মন ।
হ্রঃখ সুখ সম ভাবে ভাব ভবে সকলই জানিবে অদৃষ্ট লিখন ।
অমৃত কারণে সাগর মম্বন, করেছিল যবে যত দেবগণ,
আপন আপন ভালের লিখন, ভুঞ্জিল সকলে ভেবে দেখ মন ।
হর হরি দোঁহে তুল্য ত্রিভুবনে, তথাপি আপন অদৃষ্টের গুণে,
হরি লভিলেন কমলা রতনে, হর করিলেন গরল ভঞ্জন !
বিনতা হইল দাসীত্বে মোচন, দ্বিখণ্ডিত জিহ্বা যত সর্পগণ,
অনন্ত নাগের হইল শীড়ন, সুরারী সকলে বিবাদে মগন ।
দীনরাম বলে ভাবিয়ে কি হবে, যা হবার তাই নিশ্চয় হইবে,
ক্রিয়মান কর্ম্মে সাবধান হবে, ভাবীর ভাবনা রহিবে না মন ।

৬৫

ভৈরবী — একতালা ।

অমর নিকরে সদা ঘোড়করে পূজা করে যাঁরে অলুক্ষণ ।
সেই নির্দিকার সর্ব গুণাকরে ভুলনা অবোধ মন ।

কি ভয় ভুবনে ভুবন মোহনে, শয়নে স্বপনে ভাবে যে জন,
 অনল তুষার সম ভাব তার, সৰ্ব্ব দেবতার প্রিয় সে জন ।
 হীম শিখর গুহার ভিতরে, বাস করে সদা সুখে যেই জন,
 দিন কর-করে সেকি ভয় করে, ঘোর নিদ্রাঘ ধরায় যখন ।
 কি ভয় শমনে শমন বারুণে, পতিষে বরণ করেছে যে জন,
 শঙ্কর ছু অঙ্গে শোভিত উরুগ, গুরুড়ে শঙ্কিত হয়না কখন ।
 মণির নিকটে হীনপ্রভ হয় যেমন হীরক রজত কাঞ্চন,
 কুচিন্তা রাসের রহেনা তেমন চিন্তিলে সে চিন্তামণির চরণ ।

৬৬

ভৈরবী—কাওয়ালি ।

হর দ্বীন হুংথ হর রাণী ।

দীন দয়াময়ি দিন যে আগত মম, বল আর কবে শিবে ঘুচাবে ভবের ভ্রম,
 মিটাবে মম বাসনা, নাশিবে মম বেদনা, দেখাবে সে চরণ দুখানি ।

দীন তারিনি ! কবে দানব দলনি বেশে,
 আসিয়ে তাপিত স্নতে তুষিবে মধুর ভাষে,
 পশিয়ে মম আবাসে, আর কবে নাশিবে সে,
 চির রিপু ছজনারে জননি ।

আর কবে বর্ণমালা দিব মা তোমার গলে,
 কবে পূজিব ও পদ জবা গন্ধা বিঘদলে,
 প্রেমাশ্রে ভাসিয়ে ধরা নুটায় পদ কমলে,
 (কবে) কেঁদে কৃত অপরাধ জানাব জননি ।
 কবে শুনিব শ্রবণে ও মুখে মাইভ বাণি,
 চৈতন্ত হইবে কবে ওমা চৈতন্ত রূপিনি,
 দীনরামে আর কবে কোলে লয়ে নিস্তারিনি,
 ছাড়াবে মায়ের কোল শমনবারিনি ।

৬৭

ভৈরবী—কাওয়ালি ।

(এবার) এ ভব দুস্তার ।

তারা তারা তারা বলে সুখে হব পার ।

তারা নাম অঙ্গে লিখিয়ে, তারা হার গলে পরিয়ে,
 তারা পদ ধরি হৃদয়ে করিব সংসার ।
 তারা নাম গাইবার তরে মিলিয়েছি প্রেম ভরে,
 তারার রচিত মম মধুর তেতার ।
 তারা নামাবলি ল'য়ে, অঙ্গেতে দিব উড়িয়ে,
 হেরিয়ে সভয়ে শমন আসিবেনা আর ।
 আগমে শুনেছি উক্তি, তারা নামে আছে মুক্তি,
 দীনরাম তার। নাম ভুলিবেনা আর ।

৬৮

ভৈরবী—একতালা ।

কাজ কি যোগ যাগে ।
 আনন্দ সলিলে ভানায় তারায় ডাক তারা বলে অহুরাগে ।
 আত্ম তীর্থ যার মহাতীর্থ বলে অন্তরে কভু না জাগে,
 পৃথ্বী ভ্রমণেও ইষ্ট দরশন ঘটে না তাহার ভাগে ।
 তারা সুরে মূল তেতার বাঁধিয়ে মূল মন্ত্রে জপ স্ততানে সুরাগে,
 (দেখবে) মূলাধার বাসিনি তব ঘুমায় কি জাগে ।
 দীনরাম বলে তারা নামামৃত যে জন সম্ভোগে,
 অমর নিকর তার সঙ্গ না তেয়োগে ।

৬৯

ভৈরবী—একতালা ।

বিবিধ বিষয় নাশন ।
 দেবী সূত প্রথম পূজিত দেব ত্রিগজানন ।
 ঋদ্ধি সিদ্ধি দাতা সবার দয়াল হুখ হরণ,
 প্রসন্ন বদন এক রদন তরুণ অরুণ বরণ ।
 লঙ্ঘোদর সতত উদার সবার কামনা পূরণ,
 (মম) বিফল কামনা হবে না বলিয়ে লয়েছি চরণে শরণ ।
 (তব) ও পদ ধ্যানে তালে তানে জুড়িছ বিবিধ বরণ,
 ভকতি সলিল পূরিত করহে এ দীনের হুটি নয়ন ।
 ভকতি ভরিয়ে মা, মা, বলিয়ে দীন রাম যবে ডাকিবে সঘন,
 মা যেন সহরে আসি মম শিরে রাখেন অভয় চরণ ।

তৈরবী—একতালা ।

কিবা হুলিছে ভুবন মোহন ।

সম দ্বাদশ দল কমল দোলায় কমলিনি সনে কমল নয়ন ।

প্রেম পবনে দোলাইছে দোলা, দেখে মানস অপক্লপ লীলা,

(যেন) অচলা চপলা কোলে করি করে খেলা,

নবীন নীরদ প্রেমে নিমগন ।

মদন মোহনে নিরখি নয়নে, প্রেমেতে কালিন্দী বহিছে উজানে,

কুলু কুলু রখে নীরসতী সনে, সুরধনি সুরে নাচিছে সঘনে ;

ছিল যে কামাদি অরাতি ছজন, চির মিত্র ভাব করিয়ে ধারণ,

স্বঠতা তুলিয়ে মন প্রাণেলে ও রাজ্য চরণে লয়েছে শরণ ।

মিদলে ত্রিবেণী মহাতীর্থ ধামে, শশাঙ্কশেখর গৌরী লয়ে বামে,

নিরখি নয়নে সেই রাধাশ্রমে; প্রেমানন্দ নীয়ে ভাসেন অক্লুপণ ;

প্রেমাবেশে দিগম্বর দিগম্বরী নাচিছে বলিছে হরি হরি হরি,

শ্রীরাধে গোবিন্দ মুকুন্দ মুরারী জয় যদুপতি লক্ষীনারায়ণ ।

মূল্যধারে চতুর্দল পদ্মোপরে, সাপিনী নিদ্রিতা ছিল নভশিরে,

দোলের গোলেতে জাগরি শিহরে, উর্জমুখে প্রেমে করে ধরশন ;

দীন রাম বলে পুণিবার দিনে, যতনে গোপনে অন্তর নয়নে,

হেরিলে এ দোল জনম বরণে, অনাসে জিনিতে পারে সর্বজন ।

৭১

খট তৈরব—যৎ ।

তারা নাম জপরে মন তারা হার পররে গলে ।

যতনে লিখিয়ে রাখ জয় তারা হৃদ কমলে ।

অজ্ঞান ভিবিরে রাধ তারা নামের বাতি জ্বলে,

(হবে) রবিশুভ সশঙ্কিত ছোবেনা তোরে কোনকালে ।

বিনতি জগত প্রাণ তোমার ওই চরণ মূলে

(যেন) নিশিদিন তারানাম প্রবেশে মোর কর্ণ মূলে ।

তারানাম জপিলে পরে যে বা চার ভাট মিলে,

সে যে কলতরু, শুক তরু মুকুরে সে নাম নিলে ।

যে আছে যেখানে ডাক মনের সাথে তারা ব'লে,
 কেবল অপিলে নাম জীবে চতুর্গ মিলে ।
 দীনরাম বলে মন ডাকরে মা তারা ব'লে,
 আসিবেন জননি স্বরা উঠিবি মায়ের কোলে ।

৭২

খট ভৈরব—একতালা ।

ছুটিল নীর আশি পথ ব'য়ে হৃদয় ভাসিল দেখনা,
 এই বেলা রাজাপদে মম হৃদে বারেক আসি দাড়াওনা ।
 চরণেতে ধরি আপন সম্মানে যেন মা নিদয়া হইওনা,
 ছল ভ জনম দিয়াছ যদি মা আর মা বিফল ক'রোনা ।
 এ নহে সামান্য হুঃখ নিস্তারিণি আপন জননি চিনি না,
 তাই চক্ষুনিরে ভাসে বক্ষ হুঃখ দিওনা দিওনা দিওনা ।
 কুটিলকাল জটিল বেশে টানিছে কেশে তাজেনা,
 টুটিল বল দেখ মা আসিয়ে আর লুকাইয়ে থেকনা ।
 মা বলে ডাকিলে শত কর্ম ফেলে মা যে কোলে লয় জাননা,
 চরণ প্রয়াসে ডাকে দীনরাম চরণে বঞ্চিত ক'রোনা ।

৭৩

খট ভৈরবী—ঝাঁপতাল ।

অনন্ত নাগ ভূষণ দেব-দেব দিগম্বর ।
 সুরাসুর প্রপূজিত ত্রিতাপ সংহর হর ।
 জলিত পাবক ভালে ধব ধব নিরন্তর,
 জগৎগুরু পরাপর ত্রিলোক তাত ঈশ্বর ।
 অশান আংশু চন্দন চর্চিত স্নান তায়,
 কনক ভাং মগন তম্বু তুলু তুলু নয়ন ত্রয় ;
 গিরীজাপতি ত্রিগুণ ধর, গিরীজা সনে উকোপর,
 বিরিকি বিকু বন্দিত জয় জয় মহেশ্বর ।

৭৪

ললিত ভৈরব—একতালা ।

ছি ছি একি রীত অতি বিপরীত হেরি যে তোমার হে গিরি রাজন,
 হয় নাকি মনে, প্রাণ উমাধনে বৎসরান্তে একবার আনিতে ভবন ।

যাও যাও আর বিলম্ব না কর, যথা প্রাণ উমা সেই হিমালয়,
 উমা বিনা হেরি জগৎ শূন্যময়, এনে দাও উমার ধরি হে চরণ ।
 ওহে প্রাণনাথ শুন মম বাণী, ভেবনা উমার ভিখারী ঘরণী,
 জগৎ জননী সেই দাক্ষায়ণি, ভাগ্যফলে কত্না রূপে দরশন ;
 এ কাল যামিনি প্রভাতা হইলে, সেই হেমবরণারে না হেরিলে,
 নিশ্চয় অনলো নতুবা সলিলে, এ ছার জীবন দিব বিসর্জন ।
 কঠিন পাষাণে বাধি প্রাণমন, দয়া মায়া দিয়াছ হে বিসর্জন,
 জননীর প্রাণ কোমল কেমন, জানিলে হতেনা মমতা বিহীন ;
 ীন রাম বলে শুনি গিরীরাণী, ভকত-বৎসলা তব কত্না জানি,
 াক দুর্গা ২ বলে আজিকার যামিনি, আপনি যে দুর্গা দিবেন দরশন ।

ললিত ভৈরব—কাওয়ালি ।।

হরির চরণ পাইতে যদি বাসনা ।
 কর সাধনা, ধ্যান ধারণা, তব রসনা হরি নামে রসাওনা ।
 নাধু সন্ধে সদালাপে, রহ দিবস নিশিতে,
 (সদা) কৃত পাপের অমৃতাপ করনা ।
 (হরিনাম) শ্রবণ কীৰ্ত্তন সদা করনা,
 ন রেখ নার মর্ষ, অহিংসা পরম ধর্ম, মর্ষে পীড়া কভু কারেও দিওনা ।
 হরি মন্দির মার্জন নিত্য করনা,
 বুধা বাক্য পরিহরি, মুখে বল হরি হরি, কলুষ-হারীকে কভু ভুলনা ।
 প্রভাতে অলস কভু হ'ওনা,
 প্রভাতে উঠিয়ে, প্রাতঃকৃত্য সমাপিয়ে, তুলসি চন্দন ভালি দাওনা,
 ত্রিহরিরে জানাও মনবেদনা ।
 কভুবিষয় বাসনা মনে রেখনা,
 লোভে পাপ পাপে মৃত্যু, আছে তোমার দশটা শত্রু,
 যতনে শাসনে তাদের রাখনা ।
 সংসারেতে লিপ্ত কভু থেকনা,
 মৎস যেক্রপে রয়, সেক্রপ রহ নিশ্চয়, ভাবনা তোমার তবে রবেনা ।
 (হরির) চরণ কমলে লুটে পড়না,

রাম বলে ভাবনা কি, দেখা দেবেন কমল আঁখি,
(তখন) অবোধ শমনে ফাঁকি দাওনা ।

৭৬

ললিত ভৈরব—ত্রিতালি ।

দ্বাদশ মাসান্তে একবার মাত্র আসি শিবে,
তিন দিন কতু চারি দিন থাকিবি শিবাণি ।
তোরে খাওয়ায়ে পরায়ে সুখ পাইনা বরং দুঃখ,
বাড়ে যবে মনে পড়ে ছেড়ে যাবি নিস্তারিণি ।
এবারে দিবনা ছেড়ে, কাঁদিব চরণে পড়ে,
তনয় কোথায় রহে আপন জননি ছেড়ে,
দেখিব কেমনে যাও, কেমনে বা ফাঁকি দাও'
ছাড়িব না কতু তব অভয় পদ দুখানি ।
হুগী হুগী বলে সদা ডাকি তুনি চলে গেলে,
দেখার আশায় প্রাণ রাখি নহে যেত চলে,
পরাণনন্দিনি বলে অনাসে থাক মা ভূলে,
রাম কিন্তু মাকে ফেলে রহিতে নারে জননি ।

৭৭

ললিত ভৈরব—কাওয়ালি ।

ওহে নবঘন তব ঝঙ্কিছে ছুটি চরণ, বল কোথা আছে মম নিরদবরণী ।
আমি যে আশার আশে, এসেছি তোমার পাশে,
অনিমেষে আছি চেয়ে হেরিতে হেমবরণী ।
করযোড়ে শূন্য পথ আবরিয়া কি কারণে,
কাঁরে প্রণমিছ নত মস্তকে আনন্দ মনে,
নিশ্চয় হেরেছে মম জননি তব নয়নে, নহে কেন অশ্রুণীয়ে ভাসালে ধরণী ।
এই যে শুনিলাম আমি দিব্য রথ চক্র ধ্বনি,
পুলকে পুরিল প্রাণ সে মধুর ধ্বনি শুনি,
অলঙ্কিতে কার অসি বলসিছে বল শুনি,
না জানিত্রে লোকে বলে গগনে সৌদামিনি ;
দীন রাম বলে আজি পূত্রাও হে মনোরথ,
ছাড় পথ অবরোধ করোনা নয়ন পথ,

জন্মনি বিহীন হ'য়ে হ'য়েছি ভবে অনাথ,
দয়া করি বারেক দেখাও সে দীন তারিণি।

৭৮ ললিত ভৈরব—রাঁপতাল।

রাজভোগে মাতিয়ে রাজন ভুলিলে কি রাজ রাজেশ্বরী,
রাজীব লোচনা উমা প্রাণের প্রাণ কুমারী।
যাও নাথ ভরা করি, যথা সে কৈলাস পুরি,
আনিরে দাও প্রাণ কস্তারে নিরখি মন হুঃখ নিবারি।
বিহনে মম প্রাণ হুহিতা, প্রাণ যে নাথ ধরিতে নারি,
শূন্ত হেরি রাজভবন বিহনে সেই রাজ কুমারী।
উমা যে মম সর্বস্ব বন, উমা আমার সর্বোৎসবী,
বলহ কোন প্রাণে প্রাণনাথ রহিলে উমাধনে পানন্তি।
দীন রাম বলে শুনপো গিরিরাজন-প্রাণেশ্বরী,
হেরিবে যদি প্রাণ উনারে ডাক মা ব'লে হৃদয় ভরি।

৭৯ ললিত ভৈরব—একতালা।

প্রথম ত্রিগুরু চরণ স্মরণ কর মম মন জ্ঞানি,
গুরুর কৃপায় অভাব না রয় সাধুর বচন শুনি।
বাক্ষ মুহুর্ন্তে করি গাত্রোত্থান, ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবে হৃদে কর ধ্যান,
মুখে বল দুর্গা দুর্গা দুঃখহরা দীনের দুর্গতি নাশিনি।
দাসত্ব প্রভুত্ব বন্ধন যেমন, করিতে অলস হ'ওন। কখন,
নকল করম করিও অর্পণ, নায়ের চরণে দিবস রজনী।
প্রারব্ধ ভুগিতে এসেছ এ ভবে, ভোগ বিনা সে ত কভু না মিটিবে,
ক্রিয়মান কর্মে সাবধানে রবে, সঞ্চিতে বঞ্চিত করিবে শিবানি।
দীন রাম বলে করিবে পোপন, হৃদয়ে নায়ের যুগল চরণ,
অস্তর নয়নে কর দরশন, অস্তিমে ওরায় সে পদ দুখানি।

৮০ ললিত ভৈরব—একতালা।

চল যাই সেই আনন্দ ধাম হেরিব নয়নে রাজ-রাজেশ্বরী,
উদিকে বিমল প্রেম অন্তরে যোহিনী মুরতি হেরিয়ে।

ঊর্ধ্বায় ক্ষীর সাগর গভীর নীয়ে বহিছে,
 কাঞ্চনময় স্রুবরণ দ্বীপ তাহার উপর ভাসিছে ।
 (তথায়) নাই ক্ষুধা, কি পিপাসা, দ্বেষ প্রাতিহিংসা, পূর্ণচন্দ্র সদা উদিতছে,
 অমর অম্বর শার্দূল হরিণ সখিভাবে স্রুখে ভ্রমিছে ।
 তালু তমাল অতীব রসাল, কদম্বের মূলে বসিয়ে,
 অমর-বৃন্দ স্থানে মগন ব্রহ্মময়ী রূপ স্রিয়য়ে ।
 কল্লতরুবর অতি মনোহর, গগন ব্যাপিয়া শোভিছে,
 বৃক্ষমূলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব স্বর্ণ সিংহাসন শিরে বহিছে ।
 (হের) সিংহাসনোপরে সদাশিব মূর্ত্তি আনন্দে শিথোর হইয়ে,
 নাভির উপরে স্রুগন্ধি কমল আছে বিকসিত হইয়ে,
 কমল উপরে রতন আসনে রাজ-রাজেশ্বরী বসিয়ে,
 জ্যোতির্ময়ী মোক্ষপ্রদায়িণি মুক্তিরূপ ধরিয়ে ।
 দীন রাম বলে ভাই বন্ধু মিলে সকলে সেরূপ হেরিয়ে,
 জনমের মত জীবন সফল করিব শমনে বঞ্চিয়ে ।

৮১

ললিত ভৈরব—একতালা ।

স্বপন যোগেতে হেরেছি নিশিতে উমা যেন আমার এসেছে,
 মা মা বলিয়ে কোলেতে বসিয়ে আমার বদন চুমিছে ।
 নিস্ত্রাভঙ্গে দেখি প্রাণকত্তা নাই, প্রাণনাথ ! এত কাঁদিতেছি তাই,
 কিনা সেই ধন হে গিরিরাজন, মহানিস্ত্রা মম আসিছে ।
 বৎসর যে যায় না হেরিয়ে মায় নিশ্চয় সে কত কাঁদিছে,
 নহে কেন মম প্রাণ তাঁর তরে কাঁদিয়ে বিহ্বল হতেছে ;
 চরণেতে ধরি যাও দ্বারা করি, আনিয়ে দেখাও প্রাণকুমারী,
 বিবর্ণধরী বিনা শোক সিদ্ধ উথলিয়ে সদা উঠিছে ।
 উমা যে আমার ভুবন ঈশ্বরী, বিশ্বনাথ যার নদা আজ্ঞাকারী,
 কুবের ভাণ্ডারী নন্দী দ্বারের দ্বারী, ভাগ্যফলে কত্তা হয়েছে ;
 ওই দেখ সবে উমারে না হেরে, নর নারী সব কাঁদে ঘরে ঘরে,
 দীন রাম আজি তা হেরে কাঁদিয়ে ধূলার লুটায় পড়েছে ।

রাগমালা ।

—

৮২

ভৈরব—তেওরা ।

মাতৈ মা ভৈরব নাদিনী তারা, কাল রূপিনি, ভকতবৎসলা !
দীনরাম রচিয়ে রাগমালা, পুজিছে তব রাঙ্গা চরণ দুখানি ।

ভৈরবী—তাল ঐ ।

দীন দয়াময়ি, দীনতারিনি, ভৈরবী হুঃখ নাশিনি হও, সদয়া নিজগুণে,
প্রপণ্যে মহামায়া, শরণাগত জনে, তুমি যে পালিনি ।

সিদ্ধু—তাল ঐ ।

এ ঘোর ভব সিদ্ধু নীরে পড়িয়ে মাতঃ, কালীকে.
এবে কতাগত যে প্রাণ মম, তব কুপায় সিদ্ধু বিনু হয় জ্ঞান,
তাই পরিত্রাহি ডাকি গো মা বলিয়ে, জানি নিদয়া কতু নহগো জননি ।

ললিত—তাল ঐ ।

গলিত পলিত ললিত অঙ্গ হ'য়েছি কঙ্কাল সার গো কঙ্কালী,
নাহি সময় ব'লে ডাকি ক্ষীণস্বরে, কেবল ও চরণ, প্রয়াসে ভবানি ।

দেবগিরি—তাল ঐ ।

তুমি ভবতারিনি, দম্বজ দলনি মা, হুর্গে দেবগিরি, শিখরবাসিনি,
শিব নোহাগিনী, শমন বারিনি, তব চরণ শবে, শিবত দায়িনী ।

সারঙ্গ—তাল ঐ ।

করিছ দিবা নিশারঙ্গ শিব সনে, মহিমা কেবা তব, জানে মা ত্রিভুবনে,
হুমি প্রকৃতি তুমি, পুরুষ হয়ে কর, স্বজন পালন, বিশ্ব জননি ।

ত্রিরাগ—তাল ঐ ।

হাতরে যেবা ডাকে, তোমারে শবাসনা, স্বরিত নাশ তার ভবের বাতনা,
হৃদয় মনোমত বিভব, যশ, ত্রিরাগ, যেবাদি কতু রহেনা জন্মে তার,
তোমার কুপায়, ওগো নিস্তারিনি ।

পুরবী—তাল তেওরা ।

ত্রিপুরামুন্দরি ! ত্যজিয়ে তারাপুরবিহর হর সনে জুড়াবে অন্তর,
চন্দন চর্চিত, জবা বিহ্বদল. শোভিত ছুটিপদ, দিয়া মম শিরে,
তার অধমে ওগো, অধম তারিনি ।

গৌরী—তাল ঐ ।

দ্বিপ্ৰবসনা আছে, চির বাসনা ধনে, কোরোনা বঞ্চিত,
চরমে ও চরণে, গৌরী রূপ ধরি, আদিয়ে হরহর্মে;
নাশিবে হৃৎ মম অশিব নাশিনি ।

৬৩ যোগীঞা ভৈরব—একতাল ।

জয় জয় জয় নন্দ দুলাল, যশোদা জীবন ধন,
অনাদি অনন্ত তারণ কারণ, জয় জয় ভব বারণ ।
সুন্দর সুঠাম অতি অল্পপম, অপরূপ রূপ হেররে ময়ন,
পদনখে হের শোভিছে কেনন, অসংখ্য চন্দ্রমা কিরণ ।
ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিমা-মোহন-মুরতি, শক্তি না বাধী করে যে বর্ণন,
রাধা নাম লেখা শিরে শিখি পাখা ধরেছে ভুবন মোহন ।
পর্য পীতধড়া, শিরে মোহন চুড়া, করেতে মুরলী মোহন,
মুহুর পবনে হেলিছে হুঁলিছে অঙ্গের পীত বসন ।
বন মালা গলে মৃদু মৃদু দোলে বামে রাধা সহ যত সখী গণ,
মোহন রূপ হেরি নাচিছে আনন্দে বতক ব্রজের রাধালগণ ।
পর্য ভরিরে ওরূপ হেরিবে দীনরাম হও ও রূপে মগন,
হবেনা হবেনা অঠোর বাতনা, যাবেনা শমন ভবন ।

৬৪ ষট—একতাল ।

আমার অকর নিকুঞ্জ মাঝারে বিহরহে রাধা স্তাম ।
শ্রেয় আরতী করি তোমার মোহন মূর্তির গুণধাম ।
ভক্তি মলিন করিয়ে যেচন, ধোয়াব তোমার দলিত চরণ,
কুচিত নয়নে পড়িয়ে চরণে, হেরিব ও রূপ অল্পপম ।

প্রেম রসে রসাইব রসনারে, নাশামৃত পানে তুষিব মনেরে,
 সরসে হরবে ঐহরে মুরারে, বলিয়ে জপিব অবিরাম ।
 অনিত্য সংসারে দিয়ে জলাঞ্জলি, ও চরণে সদা রব কুতাজলি,
 দিবস শরীরী ঐরাধা ঐহরি, বলিব বদনে না হবে বিশ্রাম ।
 করযোড়ে গললগ্নী কুতবাসে, কাঁদিয়ে জানাব মনের আবেশে ।
 তার নাশ মোরে এ ঘোর পাথারে, রামেরে এবারে হ'ওনা বাম ।

খট—যৎ ।

আম্বুতীর্থ ত্যজ্য করি কোথা যাওহে মন আমার ।
 জাননা কি ঘরের মধ্যে আছেন হরি সারাৎসার ।
 মূলচ্ছেদে অগ্রভাগে জল দিয়ে কি ফল তারে,
 (মিছা) আশার আশে থাকবে ব'সে হবে যে জল ঢালা সার ।
 যেরূপ দেখ সেই তাঁরই রূপ সে রূপ বিনা নাই যে আর,
 ব্রহ্মগয় এ জগৎ জেনো, হরিই ব্রহ্ম পরাৎপর ।
 মনে কর আমার আঁগি “আনি” দেখি নিরন্তর,
 সে নওহে তুমি, দেখছে যে জন আছে হৃদয় ভিতর ।
 (একবার) ভাব তাঁরে যেজন তোমার আলো করে আঁধার ঘর,
 যে ধন বিনা অজপান্তে দেখ'বিরে সব অন্ধকার ।
 রাম বলে সেই হরির চরণ বিনা গতি নাইক আর,
 তাঁরে তারে বল্বে হরি দেখ'বি ভবের পারাবার ।

খট—একতালা ।

পার্থিব সুখ সম্পদ যত, ভাব মম মন আমার সতত,
 এ ভব সংসারে অতুল সম্পদ, শ্রীমাপদ বিনা নাহি অস্ত গতি ।
 নয়ন মুদ্রিগ্নে কররে ভাবনা, ভবে উদ্ধারিতে না রবে ভাবনা,
 যে পদ ভাবিয়ে সদা বোগী জনা, অনায়াসে পায় পরম সঙ্গতি ।
 বিবসনা শবাসনার সে পদ, যে পায় সে ভাবে ছুছ ব্রহ্মপদ,
 স্তম্ভপ্রদ তার, সকল বিপদ, হয় পদে পদে রহেনা কুমতি ।

দীন রাম বলে মন তোমায় জানি, এ ভব সংসারে তুমি পূর্ণ জ্ঞানী,
এ দীনের দিনান্তে সে দীনতারিণি, চরণ প্রান্তে করিও বসতি ।

৮৭

খট—ঘণ্টা ।

শিথিয়েছ মা বলিতে তাই মা বলিয়ে ডাকি ।

দয়াময়ী ব'লে ভবে তাইতে দয়ার আশে থাকি ।

তুমি বলাও কালী তাই মা কালী বলি যমে দিতে ফাঁকি,

হৃদয় মাঝে চরণ দেখাও তাইতে নয়ন মুদে দেখি ।

গুরুরূপে গৃহে মন্ত্র দিয়েছ তাই জপে থাকি,

(তোমার) যেরূপ দেখাও তাই দেখি তোর, স্রূপ কি কেউ দেখেছে কি ।

(তব) নাম গোত্র মোক্ষ বন্ধ আছে কেহ শুনেছে কি,

তুমি মা কি পিতা কে জানে তা শিখাও যেমন তাইত শিখি ।

ভবের ভয়ে মা বলিয়ে যবে পরিত্রাহি ডাকি,

কালী রূপে তুইত এসে বলিস যে রাম ভাবনা কি ।

৮৮

খট—ঘণ্টা ।

পড়িয়ে ঘোর সঙ্কটে ডাকি তোমায় অকপটে,

নিকটে বারেক আসি দাঁড়াওনা ।

পক্ষ হইয়ে বিপক্ষ, প্রতি পলে করে লক্ষ্য, দিতেছে দাক্ষণ মন বেদনা ।

ছটি খুটির উপরে, দিয়াছ রহিতে ঘরে, যুন ধ'রে সে যে আর থাকেনা ;

(এবে) স্রমেয় বাতাসে নড়ে, কবে চূড়া ভেঙ্গে পড়ে,

স্বরায় জননি আসি দেখনা ।

গঙ্গা যমুনা সরস্বতী তিনেতে শঙ্করী, পড়িল সরানি ভাঁটা দেখনা ;

হেরি অলক্ষণ নিশিদিন, চন্দ্র সূর্য্য জ্যোতিহীন,

আনন্দে কিরণ আর দেয়না ।

হ'ল কমল মুদিত প্রায়, মধু আশে ভুজ খায়, মনমত মধু সে যে পায়ন!

দুঃখে উড়িয়ে যাইতে চায়, তাই মা ডাকি তোমায়,

আসিয়ে ভুজের রক্ত দেখনা ।

নম কর্ণকল লয়ে, ঘাইবে ভুজ চলিয়ে, তাই সভয়ে ডাকি অভয়ে শোনন

আপন সখ বুঝিয়ে, সঙ্গে সখ মিশাইয়ে,
রামের উপাধি কাড়িয়ে আসি লওনা ।

৮৯

খট—ঝাঁপতাল ।

আকুল হ'য়ে মা বলিয়ে ডাক মন হৃদয় ভেদিয়ে,
তবে ত আলু থালু বেশে মা আসিবেন ব্যাকুল হইয়ে ;
জননী তরে করুণ সরে ডাকয়ে কেঁদে ছদি ভাষায়ে,
শুনি সে ধনি আসি জননী দিবেন আশি নীর মুছায়ে ।
কোথা জননী দুীনতারিণি ব'লে কাঁদরে ভূমে লুটায়,
দেখিবে তারা আসিয়ে তরায় লইবে তোরে কোলে তুলিয়ে ।
মায়ের স্বভাব পুরায় অভাব মা নামের কলঙ্ক ভয়ে,
তোর স্বায়ের অভাব কেবল তাই রাস ডাকিতে বলে মা বলিয়ে ।

৯০

তোড়ী—কাওয়ালি ।

সঙ্কটে তুমিগো তারিণি । (কালিকে)
ভুবন ঈশ্বরী সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় কারিণি ।
তুমি সত্য তুমি ধর্ম তুমি চৈতন্য রূপিণি ।
ভব সাগরের ভেলা তুমি তারা নিস্তারিণি,
আদি অন্ত মধ্য নাই তোমার বিশ্ব জননী,
ত্রিগুণ অতীতা হয়ে তুমি ত্রিগুণ ধারিণী ।
তুমি কালী তুমি কালা সর্ব সম্পদ দায়িণি,
তুমি হরি' হর, রাধা, তুমি নগেন্দ্র নন্দিনী,
তারা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী নারায়নী,
তুমি গো ভৈরবী ছিন্নমস্তা সিদ্ধি রূপিণী ।
ধ্রুবাবতী বগলা মাতঙ্গী কমলা তুমি,
ভূচর খেচর চরাচরের আধার তুমি,
পূর্ণ ব্রহ্ম রাম তুমি, তুমি দুর্গা সনাতনী ।
দীনরাম বলে জানি সকলই তুমিগো তারা,
তবু তারা রূপে মোর মজেছে নয়ন তারা,

ধ্যানে জ্ঞানে গানে যেন তারাময় হয়মা তারা,
তারা তারা 'ব'লে যেন জীবন ত্যজি জননী ।

৯১

তোড়ী—কাওয়ালি ।

অনুক্ষণ জপনা মন হরি ।

গোলক বিহারি দ্বাণ্ডে রাজ্য চরণে মানস পুষ্প আহরি ।

হৃদয় কুটীর মাঝে কর মন দরশন,

দীন দয়াময় সেই পদ্মপলাশ লোচন, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী ।

ভ্রমেণ মানব যদি বদনে উচ্চায়ে হরি,

অবহেলে যায় সেই ঘোর ভবান্বিত তরি, '

অস্তিম্বে নিবাসে সুরপুরী ।

সৰ্বপাপহারি হরিনামে সৰ্বপাপ নাশে,

তপন উদয়ে যথা স্বরিত তম বিনাশে,

(যেনাম) যোগীশ্বর জপে প্রাণভরি ।

শ্রবণ কীর্ত্তন যেনা করে সেই সুধানাম,

সখাভাবে সদা স্মৃতে রহে নে বৈকুণ্ঠ ধাম, কমলা সেবিত পদে হেরি ॥

৯২

তোড়ী—কাওয়ালি ।

অনন্ত রূপিনি তুমি তারা ।

‘ হর যদি পরে পদ দিয়ে আছ হৃৎ হরা, বর অভয় খর ধার খজা ধরা । ’

তুমি মন তুমি প্রাণ তুমি কায়া মহামায়া,

তাপিত জনে জননী তুমিগো শীতল ছায়া,

যোগীর হৃৎধন তুমি গো মা হরপ্রিয়া,

ক্ষুধিত জনে অন্নদা অক্লেশ নয়ন তারা ।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, কালো, রবি, শশি, গ্রহ, তারা,

পঞ্চভূত আদি যবে কেহই ছিলনা তারা,

পরম কারণী রূপে তুমিই কেবল তারা,

ছিলেগো সত্ত্ব রূপিনী ব্রহ্মময়ি পরাংপর ।

নহ তুমি বালিকা বয়স্থা বৃদ্ধা সুরনর,

অসুর নহ মা তুমি নহ যক্ষ কি কিম্বর,

তব আজ্ঞাকারী সদা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর,
 তুমি বিশ্ব প্রসবিনি জগৎ জননী তারা ।
 আমার ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে তুমি গোমা মহারানী,
 অনন্ত আকাশ মাঝে তুমি বিরাট রূপিনি,
 প্রভাকরে প্রভা চন্দ্রে বিমল জ্যোতী দায়িনী,
 ভূমি দীন রাম হৃদে ভুবন ঈশ্বরী তারা ।

তোড়ী—কাওয়ালি ।

আমাবু কিভয় মরণে ।
 শমন বারিনি আছেন হৃদি সিংহাসনে ।
 গঙ্গা যমুনা সরস্বতী তিনে করি স্নান,
 ক্ষীর সাগরে গিয়ে নিত্য করি স্নানপান,
 নিত্য ধন আশে গুরু দত্ত ধনে করি ধ্যান,
 নিস্তারিনি রূপ হেরি শয়নে স্বপনে ।
 নাপিনী বিষেতে করি বিষয় বিষ নিবারণ,
 নিকাম শৃঙ্খলে বেঁধে রেখেছি মন বারণ,
 কালে ফাঁকি দিতে করি কালী নাম উচ্চারণ,
 এ প্রাণ রেখেছি প্রাণ জননী চরণে ।
 দীনরাম বলে কভু হইনা শঙ্কিত মন,
 আমার মরণ হবে নাজানি সে বা কেমন,
 যা ছিলাম তাই আছি রহিব পুনঃ তেমন,
 যায় যাকু কিবা কাজ পুরাতন বসনে ।

ললিত—একতালি ।

চরণে মিনতি করি মা পার্শ্বতী দাও মা অচলা ভকতি স্মৃতি ।
 তোমার দাসকে যেন রহে রক্তি দিবারাতি মম ওগো ভগবতী ।
 যতদিনঃ তুমি রহিবে ভুবনে, জনমে জনমে রেখ মা চরণে,
 তোমারে সেবিলে স্বপনেও মনে, ভাবিব না কভু চরণের গতি ।
 তোমার চরণ ভুলিতে যে নারি, সেবায় বঞ্চিত ক'রোনা শঙ্করী,
 চাইনা মুক্তি ওমা বিধেখরী, ঋষি সিদ্ধি কিবা পরমা স্মৃতি ।

স্তন পান করে কাঁদিলে কুমার, রাজ্য কলে সে বে নাহি ভুলে আর,
দীন রাম বত পদ বিনা আর ভুলিবেনা ওগো অগতির গতি ।

৯৫

ললিত—আড়াঠেকা ।

উঠ গোমা অগভারা আশুতোষ মোহগিনি ।
অকুল কুল দায়িনি ওগো কুল কুণ্ডলিনি ।
জ্যোতির্শ্রয়ি রূপ ধরি, পদ্ম বন আলো করি,
নিরালস্য পুরি মাঝে চলমা বিশ্ব জননী ।
নিদ্রা তল্লা পরিহরি, মূলাধার ত্যাগ্যকরি,
স্বাধিষ্ঠানে অধিষ্ঠান বারেক হও জননী ।
ষড় দল ত্যজি পরে, চল গোমা মণিপূরে,
দশ দলে এবে ওগো দশ দিক প্রকাশিনি ।
তত্পরে অনাহতে, দ্বাদশ দল পদ্মেতে,
এস মা নিদয়া যেন হ'ওনা নিস্তারিণি ।
ক্রমেতে ষোড়শ দলে, লেই বিগুহ্ব কমলে,
চলগো অগত মাস্তা ধরি চরণ দুখানি ।
আসিয়ে বিহর সুখে ওগো হর মোহিনি ।
এস গোমা তত্পরি, যথা সহস্রার পুরি,
হর সনে হর কালে রমনে হর মোহিনি ।
দীনরাম বলে তারা, ওরূপে আপন হারা,
তব তীর্থানন্দ যেন রহেগো দিন যামিনি ।

৯৬

আলাহিয়া — আড়াঠেকা ।

কোথা গো ভুবনেশ্বরী আয়মা বরিত পদে ।
ভব ব্যাধি নিরবধি দিতেছে যাতনা হৃদে ।
ত্রিতাপ জ্বালাতে জ্বালি, ক্রমে তনু হ'ল কালি,
এ সময় কোথা গেলি, কেলিয়ে ঘোর বিপদে ।
পীড়িত সন্তানে রাখি, মমতা তোর হয়না কি,
নিকটে থাকিয়ে কাঁকি, দিস মোরে পদে পদে ।

পীড়ায় হুঁসল অতি, উঠিতে নাহি শক্তি,
 চলিতে ঝলিত পদ হইতেছি পদে পদে ।
 তুমি হস্ত বুলাইলে, সর্বব্যাধি যাবে চলে,
 তাই ডাকি মা মা ব'লে বিপদে রাখ জীপদে ।
 রাম বলে এত ডেকে, যদি না পেলাম তোকে,
 •মা মা ব'লে যাব চলে, মা নাম ফিরায়ে দে ।

আলাহিয়া—একতালা ।

কেও কাল বরণি ।

উলান্নিনি, হাসিছে নাচিছে, ভ্রমিছে চরণ
 পাইয়ে হরসে নাচিছে ধরণী ।
 অভয়:চরণ যুগল প্রয়াসে, খসিল কটির বসন উল্লাসে,
 তা হেরি কবরী মনের আবেশে, এলায়িত কেশে লুটায় অমনি
 ভবের বন্ধন করিতে ছেদন, করে তীক্ষ্ণ অসি করেছে ধারণ,
 মুক্তকেশী মুক্তি দিবার কারণ, মুক্তি রূপে বুঝি আইল অবনী ।
 ওরূপ স্বরূপ নাহি ত্রিভুবনে, হেরি ত্রিনয়ন মুদিত নয়নে,
 শুয়েছে চরণে হেরিতে গোপনে, অন্তর নয়নে দিবস রজনী ।
 দীনরাম বলে কে দিল আনন্দে, রাজা জবা রাজা চরণারবিন্দে,
 সদানন্দে পরে হের সদানন্দে, সদানন্দময়ী জগৎ জননী ।

আলাহিয়া—কাওয়ালি ।

হুঃখ দেখিয়ে কি হুঃখ হয়না ।
 না জানি জননী তব এ কেমন বিবেচনা ।
 তোমারে হেরিবার তরে, এত যে ডাকি কাতরে
 বারেক কি দেখা দিতে পারনা ।
 মা রূপ দেখিব ব'লে তাই মা বলিয়ে ডাকি,
 যত ডাকি তত কাঁদি তোমার বিলম্ব দেখি,
 ভরে কাঁপি মনে জাবি, মা নাম বুঝা হবে কি,
 (তব) নাথের কলক যে মা শয়না ।

জননে জনমে বহু কৃত অপরাধ বড়,
 “মা” নামে এখনও কি মা হয় নাই ভাবিভূত.
 তবে কি “মা” বলে তোর ডাকিলার ভূতগত,
 আমি কি নামের তোর তোর জানিনা ।
 দীনরাম বলে তোর আছে কত শত ছেলে,
 “মা” বলে উঠেছে তারা তোর সেই অভয় কোলে,
 ভয় নাই দেখা দেমা আমি উঠিবনা কোলে,
 তোর চরণ বিনা ত অশু চাইনা ।

৯৯

সিদ্ধু—একতারা ।

কে তুমি কি ভাবে ভ্রমিছ এ ভবে জ্বলন বাপিয়ে বলনা ।
 তুমি অগৎ প্রাণ তোমা বিনা প্রাণ ধরিতে কতুষে পারিনা ।
 শোন শোন কবি কেন বা ডাকিছ, শুনিতে চাহিলে কথা না কহিছ,
 হং সঃ রবে আসিছ যাইছ, এ প্রাণ রেখেছ ধরা দিতেছ না ।
 প্রবল প্রতাপ কে সহে তোমার, ক্ষুচর খেচর উত্তীর্ণ জ্বর,
 সমীরণ নামে খ্যাত চরাচর, শুণের সাগর কি দিব তুলনা ।
 চরণ বিহীনে জ্বলন ভ্রমিছ, কর হীনে অঙ্গে হস্ত বুলাইছ,
 আমি নাই কিন্তু সবার হেরিছ, স্পর্শেতে মাত্র যে যায় তোমা জানা ।
 জ্বলনে যে করে তোমার সাধন, হয় যে তাহার সুদীর্ঘ জীবন,
 তুমি হে অকাল মৃত্যু নিবারণ, সেবকে কেন হে করিছ হলনা ।
 কর ঘোড়ে সদা মিনতি তোমারে, যে দিন তাজিবে এ দীন রাধেরে,
 নখদ্বার তাজি অঙ্গ রক্ত ভেদি, করিগগমন আছেহে বাসনা ।

প্রথম পাঠ সমাপ্ত ।

